Bismillahir Rahmanir Rahim

ABU DAUD SARIF (2nd volume)

Bangla Translation

Scanned by : www.Banglainternet.com

Part : 2nd volume, Kitabus Salat, 8 para

Page 228-306.

پاره–۸

অষ্টম পারা

٣٠٧- بَابُ صَلوٰةِ النَّهَارِ

৩০৭. অনুচ্ছেদ ঃ দিনের নফল নামায সম্পর্কে

١٢٩٥– حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ اَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَارِقِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلوٰةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنٰى مَثْنٰى -

১২৯৫। আমর ইব্ন মারযূক্ (র) ... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দিন ও রাতের (নফল) নামায দুই দুই রাকাত (তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٢٩٦– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ نَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ رَبِّهٖ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ اَبِيْ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلوٰةُ مَثْنٰى مَثْنٰى اَنْ تَشَهَّدَ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ اَنْ تَبَاسَ وَتَمَسْكَنَ وَتُقْنِعَ بِيَدَيْكَ وَتَقُوْلَ اَللّٰهُمَّ اَللّٰهُمَّ فَمَنْ لَّمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ سُئِلَ اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ صَلوٰةِ اللَّيْلِ مَثْنٰى قَالَ اِنْ شِئْتَ مَثْنٰى وَاِنْ شِئْتَ اَرْبَعًا -

১২৯৬। ইব্নুল মুছান্না (র) ... আল–মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নফল নামায দুই দুই রাকাত এবং তুমি প্রতি দুই রাকাতের পর তাশাহ্হুদ্ পড়বে, অতপর নিজের বিপদাপদ ও দারিদ্র্যের কথা প্রকাশ করে দুই হাত তুলে দু'আ করবে ঃ আল্লাহুম্মা, আল্লাহুম্মা — ইত্যাদি। যে ব্যক্তি এরূপ করবে না তার নামায ত্রুটিপূর্ণ — (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)। www.banglainternet.com

ইমাম আবু দাউদ (রহ)–কে রাতের নফল নামায দুই রাকাত করে আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তুমি ইচ্ছা করলে দুই বা চার রাকাত করেও আদায় করতে পার।

٣٠٨- بَابُ صَلٰوةِ التَّسْبِيْحِ

৩০৮. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতুত তাস্‌বীহ সম্পর্কে

١٢٩٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ النَّيْسَابُوْرِيُّ نَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ نَا الْحَكَمُ بْنُ اَبَانٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَاعَمَّاهُ اَلاَ اُعْطِيْكَ اَلاَ اَمْنَحُكَ اَلاَ اَحْبُوْكَ اَلاَ اَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ اِذَا اَنْتَ فَعَلْتَ ذَالِكَ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ ذَنْبَكَ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ قَدِيْمَهُ وَحَدِيْثَهُ خَطَأَهُ وَعَمَدَهُ صَغِيْرَهُ وَكَبِيْرَهُ سِرَّهُ وَعَلاَنِيَتَهُ عَشْرَ خِصَالٍ اَنْ تُصَلِّيَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً فَاِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِيْ اَوَّلِ رَكْعَةٍ وَاَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُوْلُهَا وَاَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوْعِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُوْدِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا فَذٰلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُوْنَ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ ذٰلِكَ فِيْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ اِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تُصَلِّيَهَا فِيْ كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ فَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ تُصَلِّيْهَا فِيْ كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَفِيْ كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَفِيْ كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَفِيْ عُمْرِكَ مَرَّةً ـ

১২৯৭। আব্দুর রহমান ইব্‌ন বিশর (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা)–কে বলেন ঃ হে আব্বাস ইব্‌ন আব্দুল মুত্তালিব ! হে আব্বাস ! হে আমার প্রিয় চাচা। আমি কি আপনাকে এমন একটি জিনিস দেব না যার মাধ্যমে আপনি দশটি বৈশিষ্ট্যের

অধিকারী হবেন? যখন আপনি এরূপ করবেন, তখন আল্লাহ তাআলা আপনার পূর্বাপরের সমস্ত গুনাহ মাফ করবেন। চাই তা প্রথম বারের হোক বা শেষ বারের পুরাতন হোক কিংবা নতুন হোক, ভুলেই হোক অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে, বড়ই হোক অথবা ছোট, প্রকাশ্যেই হোক অথবা গোপনে—আপনি এই দশটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবেন, যদি আপনি চার রাকাত নামায নিম্মে বর্ণিত পদ্ধতিতে আদায় করেন। আপনি এর প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠের পর এর সাথে অন্য একটি সূরা মিলাবেন। অতঃপর যখন আপনি কিরাআত পাঠ শেষ করবেন তখন পনর বার দাঁড়ানো অবস্থায় এই দু'আ পাঠ করবেনঃ 'সুব্হানাল্লাহ আল্হামদু লিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।' অতঃপর আপনি রুকূ করবেন এবং সেখানেও ঐ দুআ দশবার পাঠ করবেন। পরে রুকূ হতে মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঐ দুআ দশবার পাঠ করবেন। অতঃপর সিজ্দায় গিয়েও তা দশবার পাঠ করবেন এবং প্রথম সিজ্দার পর মাথা তুলে বসবার সময় ঐ দু'আ দশবার পাঠ করবেন। অতঃপর দ্বিতীয় সিজ্দায়ও তা দশবার পাঠ করবেন, পরে সিজ্দা হতে মাথা তুলে ঐ দু'আ দশবার পাঠ করা পর্যন্ত বসে থাকার পর দাঁড়াবেন (দ্বিতীয় রাকাতের জন্য)। অতঃপর আপনি প্রতি রাকাতে এরূপ পঁচাত্তর বার ঐ দু'আ পাঠ করবেন এবং এরূপে চার রাকাত নামায আদায় করবেন। যদি আপনার পক্ষে সম্ভব হয় তবে আপনি এই নামায দৈনিক একবার আদায় করবেন। যদি তা সম্ভব না হয় তবে প্রতি সপ্তাহে শুক্রবারে একবার; যদি তাও সম্ভব না হয় তবে প্রতি মাসে একবার; যদি তাও অসম্ভব হয়, তবে প্রতি বছরে একবার; যদি তাও সম্ভব না হয় তবে গোটা জীবনে অন্ততঃ একবার আদায় করবেন — (ইব্ন মাজা)।

١٢٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ الْاَيْلِيُّ نَاحِبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ اَبُو حَبِيْبٍ نَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ نَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ حَدَّثَنِىْ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يَرَوْنَ اَنَّهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِىَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتَنِىْ غَدًا اَحْبُوْكَ وَاُثِيْبُكَ وَاُعْطِيْكَ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ يُعْطِيْنِىْ عَطِيَّةً قَالَ اِذَا زَالَ النَّهَارُ فَقُمْ فَصَلِّ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ يَعْنِىْ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَوِ جَالِسًا وَلاَ تَقُمْ حَتّٰى تُسَبِّحَ عَشْرًا وَتَحْمَدَ عَشْرًا وَتُكَبِّرَ عَشْرًا وَتُهَلِّلَ عَشْرًا ثُمَّ تَصْنَعُ ذٰلِكَ فِىْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَالَ فَاِنَّكَ لَوْ كُنْتَ اَعْظَمَ اَهْلِ الْاَرْضِ ذَنْبًا غُفِرَ لَكَ بِذٰلِكَ قَالَ قُلْتُ فَاِنْ لَّمْ اَسْتَطِعْ اَنْ اُصَلِّيَهَا تِلْكَ السَّاعَةَ قَالَ صَلِّهَا مِنَ

اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحِبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ خَالُ هِلاَلٍ الرَّأْيِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ عَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ مَوْقُوْفًا وَرَوَاهُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَجَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ النُّكْرِيِّ عَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ وَقَالَ فِىْ حَدِيْثِ رَوْحٍ فَقَالَ حَدَّثْتُهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

১২৯৮। মুহাম্মাদ ইব্ন সুফিয়ান (র) ... হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন, তুমি আগামী কাল আমার নিকট আসবে। আমি তোমাকে একটি উপাদেয় বস্তু দেব। তিনি বলেন ঃ আমি মনে মনে ধারণা করলাম যে, তিনি (স) নিশ্চয়ই আমাকে কোন জিনিস প্রদান করবেন। (পরদিন আমি তাঁর খিদমতে হাজির হলে) তিনি (স) বলেন ঃ যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়বে, তখন তুমি চার রাকাত নামায আদায় করবে। অতঃপর রাবী পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তিনি (স) আরো বলেন ঃ অতঃপর তুমি দ্বিতীয় সিজ্দা হতে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে বসবে এবং দাঁড়ানোর পূর্বেই দশবার তাস্বীহ, দশবার তাহ্মীদ, দশবার তাক্বীর ও দশবার তাহ্লীল পাঠ করবে (অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ, আলহাম্দু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও আল্লাহু আকবার)। তুমি চার রাকাত নামাযেই এরূপ দু'আ পাঠ করবে। যদি তুমি যমীনের সর্বাপেক্ষা অধিক গুনাহগার ব্যক্তিও হও, তবুও তোমার গুনাহ মার্জিত হবে।

রাবী বলেন ঃ আমি তাঁকে (স) জিজ্ঞাসা করি, যদি আমি তা ঐ সময়ে আদায় করতে না পারি? তিনি (স) বলেন ঃ তুমি দিবারাত্রির মধ্যে যখনই সুযোগ পাবে তখনই তা আদায় করবে — (তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

١٢٩٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ حَدَّثَنِىْ الْاَنْصَارِىُّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجَعْفَرٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ فَذَكَرَ نَحْوَهُمْ قَالَ فِى السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى كَمَا قَالَ فِىْ حَدِيْثِ مَهْدِىِّ بْنِ مَيْمُوْنٍ -

১২৯৯। আবু তাওবা আর-রাবী (র) ... হযরত উর্ওয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক আনসার আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াসাল্লাম হযরত জাফর (রা)-র নিকট এই হাদীছটি বর্ণনা করেন। অতঃপর উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

রাবী আরো বলেন ঃ প্রথম রাকাতের দ্বিতীয় সিজ্‌দা সম্পর্কে রাবী মাহ্‌দী ইব্‌ন মায়মূন হতে যেরূপ উক্ত হয়েছেন, অদ্রুপ এই স্থানেও বর্ণিত হয়েছে।

٣٠٩. بَابُ رَكْعَتَيِ الْمَغْرِبِ اَيْنَ تُصَلَّيَانِ

৩০৯. অনুচ্ছেদ ঃ মাগ্‌রিবের দুই রাকাত সুন্নাত নামায কোথায় পড়বে

١٣٠٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى الْاَسْوَدِ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ مُطَرِّفٍ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى الْوَزِيْرِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْفِطْرِىُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِسْحٰقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتٰى مَسْجِدَ بَنِىْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ فَصَلّٰى فِيْهِ الْمَغْرِبَ فَلَمَّا قَضَوْا صَلَاتَهُمْ رَاٰهُمْ يُسَبِّحُوْنَ بَعْدَهَا فَقَالَ هٰذِهِ صَلٰوةُ الْبُيُوْتِ ـ

১৩০০। আবু বাক্‌র ইব্‌ন আবুল আসওয়াদ (র) ... হযরত কা'ব্‌ ইব্‌ন উজ্‌রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বনী আব্‌দুল আশ্‌হালের মসজিদে মাগ্‌রিবের নামায আদায় করেন। তিনি (স) এসে নামায শেষে তাদের দেখতে পান যে, তাঁরা আরো নামায আদায় করছে। এতদ্দর্শনে তিনি (স) বলেন ঃ এটা (সুন্নাত) তো গৃহে আদায় করার নামায — (তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)।

١٣٠١- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجَرْجَرَائِىُّ نَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ نَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اَبِى الْمُغِيْرَةِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيْلُ الْقِرَاءَةَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ حَتّٰى يَتَفَرَّقَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ نَصْرٌ الْجَدَّرُ عَنْ يَعْقُوْبَ مِثْلَهُ ـ

১৩০১। হুসায়েন ইব্‌ন আব্দুর রহমান (র) ... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মাগরিবের ফরয নামায আদায়ের পর দুই রাকাত সুন্নাত নামাযের কিরাআত এত দীর্ঘ করতেন যে, মসজিদে আগত লোকেরা বিছিন্ন হয়ে চলে যেত।

١٣٠٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قَالاَ نَا يَعْقُوبُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ مُرْسَلٌ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ حُمَيْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ يَعْقُوْبَ يَقُوْلُ كُلُّ شَيْءٍ حَدَّثْتُكُمْ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ مُسْنَدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

১৩০২। আহমাদ ইব্ন ইউনুস (র) ... হযরত সাঈদ ইব্ন যুবায়ের (র) হতে এই সনদে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣١٠. بَابُ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ

৩১০. অনুচ্ছেদ ঃ ইশার পর নফল নামায সম্পর্কে

١٣٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ الْعَكْلِيُّ نَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ حَدَّثَنِيْ مُقَاتِلُ بْنُ الْبَشِيْرِ الْعَجَلِيُّ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ سَاَلْتُهَا عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ اِلاَّ صَلّٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ اَوْ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَلَقَدْ مُطِرْنَا مَرَّةً بِاللَّيْلِ فَطَرَحْنَا لَهُ نَطْعًا فَكَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى ثَقْبٍ فِيْهِ يَنْبُعُ الْمَاءُ مِنْهُ وَمَا رَاَيْتُهُ مُتَّقِيًا الْاَرْضَ بِشَيْءٍ مِنْ ثِيَابِهِ قَطُّ -

১৩০৩। মুহাম্মাদ ইব্ন রাফে (র) ... উম্মে শুরায়হ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আয়েশা (রা)–কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেলে তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) ইশার ফরয নামায আদায়ের পর আমার গৃহে প্রবেশ করে সব সময় চার রাকাত অথবা ছয় রাকাত নফল নামায আদায় করতেন। একদা রাত্রির প্রবল বর্ষণে গৃহের খেজুর পাতার তৈরী চাল নষ্ট হয়ে ঐ ছিদ্র দিয়ে যে পানি পড়ছিল, তা আমি দেখছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ (স)–কে নামাযের সময় স্বীয় বস্ত্রকে ধূলা, ময়লা, কাদা ইত্যাদি হতে রক্ষা করবার জন্য কোন সময় টানতে দখি নাই।(১)

(১) ইমাম আবু হানীফা (রহ)–এর মতানুযায়ী নামাযের মধ্যে ধূলাবালি ইত্যাদি হতে কাপড়কে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে টানা মাকরূহ। তদ্রুপ স্বাভাবিক অবস্থায় নামাযের মধ্যে কাপড় টানাটানি করাও মাকরূহ —(অনুবাদক)।

اَبْوَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ

রাত্রিকালীন ইবাদত (তাহাজ্জুদ) সম্পর্কিত অনুচ্ছেদসমূহ

٣١١- بَابُ نَسْخِ قِيَامِ اللَّيْلِ وَالتَّيْسِيْرِ فِيْهِ

৩১১. অনুচ্ছেদ ঃ রাত জাগরনের (তাহাজ্জুদ নামাযের) বাধ্যবাধকতা রহিত করে সহজ বিধান দেওয়া হয়েছে

١٣٠٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِىُّ بْنِ شَبُّوَيَةَ حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِى الْمُزَّمِّلِ قُمِ اللَّيْلَ اِلاَّ قَلِيْلاً نَصْفَهُ نَسَخَتْهَا الْاٰيَةُ الَّتِىْ فِيْهَا عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَنَاشِئَةُ اللَّيْلِ اَوَّلُهُ وَكَانَتْ صَلاَتُهُمْ لاَوَّلِ اللَّيْلِ يُقُوْلُ هُوَ اَجْدَرُ اَنْ تُحْصُوْا مَا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ ذٰلِكَ اَنَّ الْاِنْسَانَ اِذَا نَامَ لَمْ يَدْرِ مَتٰى يَسْتَيْقِظُ وَقَوْلُهُ اَقْوَمُ قِيْلاً هُوَ اَجْدَرُ اَنْ يَّفْقَهَ فِى الْقُرْاٰنِ وَقَوْلُهُ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلاً يَقُوْلُ فَرَاغًا طَوِيْلاً -

১৩০৪। আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সূরা মুযযাম্মিলের "অর্ধরাত্রি অপেক্ষা কিছু কম সময়ের জন্য জেগে থেকে (দণ্ডায়মান হয়ে) নামায আদায় কর" আয়াতটি ঐ সূরার পরবর্তী আয়াত "তোমাদের জন্য এটা নির্ণয় করা অসম্ভব" দ্বারা বাতিল করা হয়েছে। আল্লাহ তোমাদের কষ্ট অনুধাবন করে তোমাদের জন্য এটা সহজ করে দিয়েছেন যে, তোমরা নামাযের মধ্যে কুরআন হতে সহজে পঠিতব্য অংশ পাঠ করতে পার এবং রাতের কিছু অংশেও নামায আদায় করবে এবং রাত্রের প্রথমাংশে তাদের জন্য এই নামায আদায় খুবই সহজ। অতএব আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য রাতে আদায়ের জন্য যা নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তা তোমরা সঠিকভাবে আদায় কর। কেননা মানুষ যখন রাতে নিদ্রা যায় তখন নিদ্রা হতে কখন সে জাগ্রত হবে, তা সে জানে না। এবং "আক্ওয়ামু কীলা" শব্দের অর্থ এই যে ঃ কুরআনের মূল অর্থ উপলব্ধি করবার জন্য এটাই উত্তম সময়। অতঃপর আল্লাহ তাআলার বাণীঃ "লাকা ফিন-নাহারে সাবহান তাবীলা" কেননা দিনের বেলায় আপনি পার্থিব কাজকর্মে অধিক সময় ব্যস্ত থাকেন।

١٣٠٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِى الْمَرْوَزِىُّ نَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِىِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ اَوَّلُ الْمُزَّمِّلِ كَانُوْا يَقُوْمُوْنَ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِمْ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتّٰى نَزَلَ اٰخِرُهَا وَكَانَ بَيْنَ اَوَّلِهَا وَاٰخِرِهَا سَنَةٌ ـ

১৩০৫। আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ সূরা মুযযাম্মিলের প্রথমাংশ অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবাগণ রোযার মাসের মত রাত জেগে নামায আদায় করতেন। অতঃপর উক্ত সূরার শেষাংশ অবতীর্ণ হয় এবং সূরা মুযযাম্মিলের প্রথম ও শেষাংশের অবতীর্ণ হওয়ার মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছিল এক বছরের।

٣١٢. بَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ

৩১২. অনুচ্ছেদ ঃ তাহাজ্জুদের নামাযে দাঁড়িয়ে রাত জাগা সম্পর্কে

١٣٠٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلٰى قَافِيَةِ رَأْسِ اَحَدِكُمْ اِذَا هُوَ نَامَ ثَلٰثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ فَاِنْ اِسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّٰهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاِنْ تَوَضَّاَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاِنْ صَلّٰى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَاِلاَّ اَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ ـ

১৩০৬। আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস্লামা (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন ঘুমায় তখন শয়তান তার মাথার পেছনের চুলে তিনটি গিরা দিয়ে রাখে এবং প্রত্যেক গিরা দেওয়ার সময় সে বলে ঃ তুমি ঘুমাও রাত এখনও অনেক বাকী। অতঃপর ঐ ব্যক্তি ঘুম থেকে জেগে যদি আল্লাহ তাআলার যিকির করে, তবে একটি গিরা খুলে যায়। অতঃপর সে যখন উযু করে তখন আরেকটি গিরা খুলে যায় এবং সে যখন নামায আদায় করে তখন সর্বশেষ গিরাটিও খুলে যায়। অতঃপর সে ব্যক্তি (ইবাদতের) মাধ্যমে তার দিনের শুভসূচনা করে, অথবা অলসতার মাধ্যমে খারাপভাবে তার দিনটি শুরু করে (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

١٣٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا اَبُوْ دَاوُدَ نَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُمَيْرٍ قَالَ

سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِيْ قَيْسٍ يَقُوْلُ قَالَتْ عَائِشَةَ لاَ تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَدَعُهُ وَكَانَ اِذَا مَرِضَ اَوْ كَسِلَ صَلّٰى قَاعِدًا ـ

১২০৭। মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তোমরা তাহাজ্জুদের নামায পরিত্যাগ কর না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একে কোন সময় পরিত্যাগ করতেন না। যখন তিনি (স) অসুস্থ হতেন অথবা আলস্য বোধ করতেন তখন তিনি (সা) তা বসে আদায় করতেন।

١٣٠٨- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيٰى نَا ابْنُ عَجْلاَنَ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّٰى وَاَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَاِنْ اَبَتْ نَضَحَ فِيْ وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللّٰهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَاَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَاِنْ اَبٰى نَضَحَتْ فِيْ وَجْهِهِ الْمَاءَ ـ

১৩০৮। ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ ঐ ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে রাত জেগে নামায আদায় করে; অতঃপর সে স্বীয় স্ত্রীকে ঘুম হতে জাগ্রত করে। আর যদি সে ঘুম হতে উঠতে না চায় তখন সে তার চোখে পানি ছিটিয়ে দেয় (নিদ্রাভংগের জন্য)। আল্লাহ ঐ মহিলার উপর রহম করুন যে রাতে উঠে নামায আদায় করে এবং স্বীয় স্বামীকে জাগ্রত করে। যদি সে ঘুম হতে উঠতে অস্বীকার করে, তখন সে তার চোখে পানি ছিটিয়ে দেয় — (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٣٠٩- حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيْرٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْاَقْمَرِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيْعٍ نَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْاَقْمَرِ عَنِ الْاَغَرِّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ وَاَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَيْقَظَ الرَّجُلُ اَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا اَوْ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ جَمِيْعًا كُتِبَ فِى الذَّاكِرِيْنَ وَالذَّاكِرَاتِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ ابْنُ كَثِيْرٍ وَلاَ ذَكَرَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ جَعَلَهُ كَلاَمَ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ وَاَرَاهُ ذَكَرَ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ سُفْيَانَ مَوْقُوْفٌ ـ

১৩০৯। ইব্‌ন কাছীর (র) ... আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যখন কোন ব্যক্তি রাত্রিতে স্বীয় স্ত্রীকে ঘুম হতে জাগিয়ে একত্রে নামায আদায় করে অথবা তারা পৃথক পৃথকভাবে নামায আদায় করে, তখন তাদের নাম যিকিরকারী পুরুষ ও যিকিরকারিণী স্ত্রী হিসেবে আমলের খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়। রাবী ইব্‌ন কাছীর আবু হুরায়রা (রা)-র নাম উল্লেখ করেন নাই, বরং আবু সাঈদ (র)-র নাম উল্লেখ করেছেন — (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٣١٣- بَابُ النُّعَاسِ فِي الصَّلٰوةِ

৩১৩. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে তন্দ্রা এলে

١٣١٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا نَعِسَ اَحَدُكُمْ فِي الصَّلٰوةِ فَلْيَرْقُدْ حَتّٰى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا صَلّٰى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ -

১৩১০। আল্‌-কানাবী (র) ... নবী করীম (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যখন তোমাদের কারও নামাযের মধ্যে তন্দ্রাভাব আসে, সে যেন তখন নিদ্রা যায়; যাতে তার নিদ্রা পূর্ণ হওয়ার পর ঐ ভাব চলে যায়। কেননা তোমাদের কেউ যখন তন্দ্রা অবস্থায় নামায আদায়কালে 'ইস্তিগ্‌ফার' (গোনাহ মাফের জন্য প্রার্থনা) করে তখন হয়ত সে (অজান্তে) নিজকে নিজেই গালি দেয় — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٣١١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِّنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْاٰنَ عَلٰى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُوْلُ فَلْيَضْطَجِعْ -

১৩১১। আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তোমাদের কেউ রাত্রিতে তাহাজ্জুদ নামায পাঠের জন্য দণ্ডায়মান হয়, তখন তন্দ্রার কারণে কুরআনের আয়াত পাঠ

করা তার জন্য যদি কষ্টকর হয়, এবং সে কি পাঠ করছে তা বুঝতে না পারে, এমতাবস্থায় সে নিদ্রার জন্য শয়ন করবে — (মুসলিম, তিরমিযী)।

١٣١٢- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوبَ وَهَارُوْنُ بْنُ عَبَّادٍ الْاَزْدِيُّ اَنَّ اِسْمٰعِيْلَ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَحَبْلٌ مَّمْدُوْدٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ مَا هٰذَا الْحَبْلُ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذِهِ حَمْنَةُ اِبْنَةُ جَحْشٍ تُصَلِّيْ فَاِذَا اَعْيَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتُصَلِّيْ مَا اَطَاقَتْ فَاِذَا اَعْيَتْ فَلْتَجْلِسْ قَالَ زِيَادٌ فَقَالَ مَا هٰذَا قَالُوْا لِزَيْنَبَ تُصَلِّيْ فَاِذَا كَسِلَتْ اَوْ فَتَرَتْ اَمْسَكَتْ بِهِ فَقَالَ حُلُّوْهُ فَقَالَ لِيُصَلِّ اَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَاِذَا كَسِلَ اَوْ فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ ـ

১৩১২। যিয়াদ ইব্ন আইউব (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পান যে, দুটি খুঁটির সাথে একটি রশি বাঁধা আছে। তিনি (স) জিজ্ঞাসা করেন ঃ এটা কেন? তখন জনৈক ব্যক্তি বলেন ঃ এটা হাম্না বিন্ত জাহাশ (রা)-র রশি। তিনি রাত্রিতে নামায আদায়কালে যখন ক্লান্তিবোধ করেন, তখন তিনি নিজেকে এর দ্বারা আটকে রাখেন। এতদ্শ্রবণে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ সামর্থ অনুযায়ী নামায আদায় করবে এবং যখন ক্লান্তি বোধ করবে, তখন বিশ্রাম গ্রহণ করবে।

রাবী যিয়াদ বলেন ঃ তিনি (স) জিজ্ঞাসা করেন ঃ এটা কি? জবাবে তাঁরা বলেন ঃ এটা যয়নব (রা)-র রশি। তিনি রাত্রিতে নামায আদায়কালে যখন ক্লান্তিবোধ করেন, তখন তিনি এর দ্বারা নিজেকে আট্কে রাখেন। তখন তিনি নির্দেশ দেন, এটা খুলে ফেল। অতঃপর তিনি (স) বলেন ঃ তোমরা আনন্দের সাথে নামায আদায় করবে এবং যখন ক্লান্তি বোধ করবে তখন বিশ্রাম নিবে — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

٣١٤ـ بَابُ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ

৩১৪. অনুচ্ছেদ ঃ নিদ্রার কারণে ওযীফা পরিত্যক্ত হওয়া সম্পর্কে

١٣١٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اَبُوْ صَفْوَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ

الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالاَ نَا ابْنُ وَهْبٍ الْمَعْنٰى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ وَعُبَيْدَ اللّٰهِ اَخْبَرَاهُ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَبْدٍ قَالاَ عَنِ ابْنِ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ اَوْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَصَلٰوةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَاَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ ـ

১৩১৩। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাত্রিতে নামায আদায়কালে নিদ্রার কারণে তার সম্পূর্ণ বা আংশিক অযীফা পরিত্যক্ত হয়; অতঃপর সে যদি তা ফজর ও যোহরের মধ্যবর্তী সময়ে পাঠ করে, তবে রাত্রিতে পাঠের ফলে যেরূপ ছওয়াব ঐ ব্যক্তির আমলনামায় লেখা হত তদ্রুপ ছওয়াব লেখা হয় —(মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

٣١٥ـ بَابُ مَنْ نَّوَى الْقِيَامَ فَنَامَ

৩১৫. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের নিয়্যাত করবার পর নিদ্রাচ্ছন্ন হলে

١٣١٤ـ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ رَضِيٌّ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ امْرِئٍ تَكُوْنُ لَهُ صَلٰوةٌ بِلَيْلٍ يَغْلِبُهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ اِلاَّ كُتِبَ لَهُ اَجْرُ صَلٰوتِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً ـ

১৩১৪। আল্-কানাবী (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি রাত্রিতে নিয়মিত নামায আদায় করে থাকে সে যদি কোন রাত্রিতে নিদ্রাচ্ছন্ন হওয়ার কারণে নামায আদায়ে ব্যর্থ হয় তবুও আল্লাহ্ তাআলা তার আমলনামায় উক্ত নামায আদায়ের অনুরূপ ছওয়াব প্রদান করবেন এবং তার ঐ নিদ্রা সদ্কাস্বরূপ হবে — (নাসাঈ)।

٣١٦- بَابُ اَىُّ اللَّيْلِ اَفْضَلَ

৩১৬. অনুচ্ছেদ ঃ রাত্রির কোন্ সময়টা ইবাদতের জন্য উত্তম

١٣١٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَغَرِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ فَيَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِىْ فَاَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَسْاَلُنِىْ فَاُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرَ لَهُ -

১৩১৫। আল্-কানাবী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ প্রত্যহ আল্লাহ রব্বুল আলামীন রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার আকাশে অবতীর্ণ হয়ে বলতে থাকেন ঃ তোমাদের যে কেউ আমার নিকট কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা করবে, আমি তার ঐ দুআ কবুল করব, যে কেউ আমার নিকট কিছু যাচ্ঞা করবে, আমি তা তাকে প্রদান করব এবং যে আমার নিকট গোনাহ মাফের জন্য কামনা করবে, আমি তার গোনাহ মাফ করব (এতে বুঝা গেল যে, দু'আ কবুলের জন্য রাত্রির তিনভাগের শেষ ভাগ সময়টি উত্তম) — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

٣١٧- بَابُ وَقْتِ قِيَامِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ

৩১৭. অনুচ্ছেদ ঃ নবী করীম (স) রাতে কখন উঠতেন ?

١٣١٦- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ يَزِيْدَ الْكُوْفِىُّ نَا حَفْصٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُوْقِظُهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِاللَّيْلِ فَمَا يَجِيْئُ السَّحَرُ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْ حِزْبِهِ -

১৩১৬। হুসায়েন ইব্ন য়াযীদ (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে রাতের এমন সময় ঘুম হতে জাগাতেন যে, তিনি (স) তাঁর আশানুরূপ ওযীফা শেষ না করা পর্যন্ত সাহরীর সময় হত না।

١٣١٧- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ وَهٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَشْعَثِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهَا اَىَّ حِيْنٍ كَانَ يُصَلِّىْ قَالَتْ كَانَ اِذَا سَمِعَ الصَّرَاخَ قَامَ فَصَلّٰى -

১৩১৭। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা ও হান্নাদ (র) ... মাস্‌রূক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা প্রসংগে বলি ঃ তিনি (স) রাতের কোন্ অংশে নামায আদায় করতেন? জবাবে তিনি বলেন ঃ তিনি (স) রাতে মোরগের ডাক শুনে জাগরিত হয়ে নামায আদায় করতেন (অর্থাৎ অর্ধরাত্রির পর) — (বুখারী, মুসলিম)।

١٣١٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاَالْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِىْ اِلاَّ نَائِمًا تَعْنِى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

১৩১৮। আবু তাওবা (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাধারণত (ভোর রাতে তাহাজ্জুদ পাঠের পর কিছুক্ষণ) ঘুমাতেন — (বুখারী, মুসলিম, ইব্‌ন মাজা)।

١٣١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الدُّؤَلِىِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَخِىْ حُذَيْفَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ صَلّٰى -

১৩১৯। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা (র) ... হুযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হলে নামাযে মশগুল হয়ে যেতেন।

١٣٢٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ نَا الْهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ السَّكْسَكِىُّ نَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيْعَةَ بْنَ كَعْبٍ الْاَسْلَمِىَّ يَقُوْلُ كُنْتُ اَبِيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰتِيْهِ بِوَضُوْئِهِ وَلِحَاجَتِهِ فَقَالَ

سَلْنِىْ فَقُلْتُ مُرَافَقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ قَالَ اَوْ غَيْرَ ذٰلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَاَعِنِّىْ عَلٰى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ -

১৩২০। হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র) ... রবীআ ইব্‌ন কাব আল্‌-আসলামী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি প্রায়ই সফরকালীন সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে অবস্থান করে তাঁর উযুর পানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করতাম। একদা তিনি (স) আমাকে বলেন ঃ তুমি আমার নিকট কিছু চাও? তখন আমি বলিঃ আমি বেহেশ্‌তের মধ্যে আপনার সংগী হিসেবে থাকতে চাই। তিনি (স) বলেন ঃ এ ছাড়াও অন্য কিছু চাও? আমি বলি ঃ এটাই আমার একমাত্র কামনা। তিনি (স) বলেন ঃ তুমি অধিক সিজ্‌দা আদায়ের দ্বারা তোমার দাবী পূরণে আমাকে সাহায্য কর — (মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)।

١٣٢١- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِىْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ قَالَ كَانُوْا يَتَيَقَّظُوْنَ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ يُصَلُّوْنَ قَالَ وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُوْلُ قِيَامُ اللَّيْلِ -

১৩২১। আবু কামিল (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি এই আয়াত সম্পর্কেঃ "তারা তাদের পৃষ্ঠদেশকে বিছানা হতে আল্লাহ্‌র ভয় ও আশায় দূরে রাখে এবং তাদের জন্য প্রদত্ত রিযিক হতে তারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে" —বলেন যে, সাহাবীগণ মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তীকালীন সময়ে নামায আদায় করতেন (অর্থাৎ তাঁরা মাগ্‌রিবের নামায আদায়ের পর না ঘুমিয়ে ইশার নামাযের জন্য অপেক্ষা করতেন)।

রাবী হাসান বলেন ঃ এর দ্বারা তাহাজ্জুদ নামায বুঝানো হয়েছে।

١٣٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ عَدِىٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ فِىْ قَوْلِهٖ كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ قَالَ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ فِيْمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ زَادَفِىْ حَدِيْثِ يَحْيٰى وَكَذٰلِكَ تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ -

১৩২২। মুহাম্মাদ ইব্‌নুল মুছান্না (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

আল্লাহ্‌র বাণী "তারা রাত্রিতে খুব কম সময়ই আরাম করত" —এই আয়াতের অর্থ হল ঃ তারা মাগ্‌রিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে নামায আদায় করত। রাবী ইয়াহ্‌ইয়া তাঁর বর্ণিত হাদীছে আরও বর্ণনা করেছেন যে, "তাদের পৃষ্ঠদেশ বিছানা হতে দূরে অবস্থান করত" —এই আয়াতের অর্থও পূর্বের আয়াতের অনুরূপ।

٢١٨- بَابُ افْتِتَاحِ صَلٰوةِ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ

৩১৮. অনুচ্ছেদ ঃ দুই রাকাত নফল দ্বারা রাতের নামায আরম্ভ করা

١٣٢٣- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ اَبُوْ تَوْبَةَ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ـ

১৩২৩। আর্-রাবী ইব্‌ন নাফে (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ রাত্রিতে (তাহাজ্জুদ) নামাযের জন্য উঠে তখন সে যেন প্রথমে হাল্‌কাভাবে দুই রাকাত (নফল) নামায আদায় করে — (মুসলিম)।

١٣٢٤- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ نَا اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِى ابْنَ خَالِدٍ عَنْ رَبَاحٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِذَا بِمَعْنَاهُ زَادَ ثُمَّ لْيُطَوِّلْ بَعْدُ مَا شَاءَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَجَمَاعَةٌ عَنْ هِشَامٍ اَوْقَفُوْهُ عَلٰى اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ اَيُّوْبُ وَابْنُ عَوْنٍ اَوْقَفُوْهُ عَلٰى اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَرَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ فِيْهِمَا تَجَوُّزٌ ـ

১৩২৪। মাখলাদ ইব্‌ন খালিদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে এই সনদেও উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, অতঃপর তুমি তোমার ইচ্ছানুযায়ী দীর্ঘ কিরাআত দ্বারা নামায আদায় করতে পার —(মুসলিম)।

١٣٢٥- حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ يَعْنِىْ اَحْمَدَ نَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنِ الْاَزْدِىِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَبْشِىٍّ

الْخَثْعَمِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ طُوْلُ الْقِيَامِ-

১৩২৫। আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) ... আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন হাব্‌শী আল খাছআমী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উত্তম আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি (স) বলেন ঃ উত্তম আমল হল দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নামায আদায় করা — (মুসলিম)।

٣١٩- بَابُ صَلٰوةِ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى

৩১৯. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের নামায দুই দুই রাকাত

١٣٢٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خَشِيَ اَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلّٰى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلّٰى -

১৩২৬। আল্‌-কানাবী ... আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে রাতের নামাযের রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ রাতের নামায হল—দুই দুই রাকাতের। অতঃপর তোমরা কেউ যখন নামায আদায়কালে 'সুব্‌হে সাদিকের' আশংকা করবে (তখন পঠিত শেষ দুই রাকাতের সাথে) এক রাকাত মিলিয়ে নামায শেষ করবে এবং এটা তোমার জন্য বিতির হিসাবে পরিগণিত হবে — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٣٢٠- بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ فِيْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ

৩২০. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের (নফল) নামাযে কিরাআত স্বশব্দে পাঠ করা সম্পর্কে

١٣٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرْكَانِيُّ نَا ابْنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِيْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ قِرَاَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى قَدْرِمَا يُسْمِعُهُ مَنْ فِي الْحُجْرَةِ وَهُوَ فِي الْبَيْتِ -

১৩২৭। মুহাম্মাদ ইব্ন জাফর (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বগৃহে নামায আদায়কালে এতটা উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করতেন যে, বাইরের লোকেরা শুনতে পেত।

١٣٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ خَالِدِ الْوَالِبِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ يَرْفَعُ طَوْرًا وَيَخْفِضُ طَوْرًا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُوْ خَالِدٍ الْوَالِبِيُّ اِسْمُهُ هُرْمُزُ ـ

১৩২৮। মুহাম্মাদ ইব্ন বাক্কার (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতের (নফল) নামায আদায়কালে কখনও কিরাআত আস্তে এবং কখনও জোরে পাঠ করতেন।

١٣٢٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ نَا يَحْيَى بْنُ اِسْحٰقَ اَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيْلَةً فَاِذَا هُوَ بِاَبِيْ بَكْرٍ يُصَلِّيْ يَخْفِضُ مِنْ صَوْتِهِ قَالَ وَمَرَّ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُصَلِّيْ رَافِعًا صَوْتَهُ قَالَ فَلَمَّا اجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا بَكْرٍ مَرَرْتُ بِكَ وَاَنْتَ تُصَلِّيْ تَخْفِضُ صَوْتَكَ قَالَ قَدْ اَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَقَالَ لِعُمَرَ مَرَرْتُ بِكَ وَاَنْتَ تُصَلِّيْ رَافِعًا صَوْتَكَ قَالَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُوْقِظُ الْوَسْنَانَ وَاَطْرُدُ الشَّيْطَانَ زَادَ الْحَسَنُ فِيْ حَدِيْثِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا بَكْرٍ اِرْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا وَقَالَ لِعُمَرَ اِخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا ـ

১৩২৯। মূসা ইব্ন ইস্মাঈল ও হাসান ইব্নুস সাব্বাহ (র) ... আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘর হতে বের হয়ে

হযরত আবু বাক্‌র (রা)–কে আস্তে আস্তে (নিঃশব্দে কিরাআত দ্বারা) নামায আদায় করতে দেখেন। অতঃপর তিনি (স) হযরত উমার (রা)–র পাশ দিয়ে গমনকালে দেখতে পান যে, তিনি শব্দ করে (জোরে কিরাআত পাঠ করে) নামায আদায় করছেন।

রাবী বলেন ঃ অতঃপর তাঁরা উভয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হলে তিনি (স) বলেন ঃ হে আবু বাক্‌র! আমি তোমার পাশ দিয়ে গমনকালে তোমাকে নিঃশব্দে নামায আদায় করতে দেখেছি। তখন তিনি (আবু বাক্‌র) বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (স) ! আমি আমার রবের সাথে গোপনে আলাপ করেছি এবং তিনি তা শ্রবণকারী (কাজেই আমি সশব্দে নামায আদায়ের প্রয়োজন বোধ করি নাই)।

রাবী বলেন ঃ অতঃপর তিনি (স) উমার (রা)–কে বলেন ঃ আমি তোমার পাশ দিয়ে গমনকালে তোমাকে সশব্দে নামায আদায় করতে দেখেছি। হযরত উমার (রা) বলেনঃ এর দ্বারা আমার ইচ্ছা ছিল ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগ্রত করা এবং শয়তানকে বিতাড়িত করা। রাবী হাসান তাঁর বর্ণিত হাদীছে এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তখন নবী করীম (স) বলেনঃ হে আবু বাক্‌র! তুমি তোমার কিরাআতকে একটু শব্দ করে পাঠ করবে। অতঃপর তিনি (স) হযরত উমার (রা)–কে বলেন ঃ তুমি তোমার কিরাআত একটু নিম্ন শব্দে পাঠ করবে — (তিরমিযী)।

١٣٣٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ حُصَيْنِ بْنُ يَحْيَى الرَّازِىُّ نَا اَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ لَمْ يَذْكُرْ فَقَالَ لِاَبِىْ بَكْرٍ اِرْفَعْ شَيْئًا وَقَالَ لِعُمَرَ اخْفِضْ شَيْئًا زَادَ وَقَدْ سَمِعْتُكَ يَابِلَالُ وَاَنْتَ تَقْرَأُ مِنْ هٰذِهِ السُّوْرَةِ وَمِنْ هٰذِهِ السُّوْرَةِ قَالَ كَلَامٌ طَيِّبٌ يُجْمَعُهُ اللّٰهُ بَعْضَهُ اِلٰى بَعْضٍ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ قَدْ اَصَابَ ـ

১৩৩০। আবু হুসায়েন (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এই বর্ণনায় ঃ হযরত আবু বাক্‌র (রা)–কে একটু শব্দ করে এবং হযরত উমার (রা)–কে একটু শব্দ ছোট করে পড়ার কথার উল্লেখ নাই। হযরত আবু হুরায়রা (রা)–র বর্ণনায় অতিরিক্ত উল্লেখ আছে যে, তিনি (স) বলেন ঃ হে বিলাল! তুমি নামাযের মধ্যে এই এই সূরা পাঠ করে থাক। তখন হযরত বিলাল (রা) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা কুরআনের আয়াতকে

সুন্দররূপে সুসজ্জিত করেছেন (কাজেই তা পাঠ করতে আমার ভাল লাগে)। এতদশ্রবণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা সকলেই সঠিক কাজ করেছ।

١٣٣١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَأَ فَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْاٰنِ فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَرْحَمُ اللّٰهُ فُلاَنًا كَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ اَذْكَرَنِيْهَا اللَّيْلَةَ كُنْتُ قَدْ اَسْقَطْتُّهَا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ هَارُوْنُ النَّحْوِىُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فِىْ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ فِى الْحُرُوْفِ وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِىٍّ -

১৩৩১। মূসা ইব্ন ইস্মাঈল (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা এক ব্যক্তি রাতে নামায আদায় করাকালে উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করে। অতঃপর সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ ঐ ব্যক্তির উপর রহম করুন। সে আমাকে গতরাতে কয়েকটি আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যা আমি ভুলতে বসেছিলাম — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

রাবী আবু দাউদ (র) বলেন ঃ তা ছিল সূরা আল ইম্রানের এই আয়তটি ঃ "ওয়া কাআয়্যিম মিন নাবিয়্যীন ....."।

١٣٣٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ اِعْتَكَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُوْنَ بِالْقِرَاَةِ فَكَشَفَ السِّتْرَ وَقَالَ اَلاَ اِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلاَ يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلاَ يَرْفَعُ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الْقِرَاءَةِ وَقَالَ فِى الصَّلٰوةِ -

১৩৩২। হাসান ইব্ন আলী (র) ... আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে "ইতিকাফ" করাকালীন সাহাবীদেরকে উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করতে শুনে পর্দা উঠিয়ে বলেন ঃ জেনে রাখ! তোমরা প্রত্যেকেই তোমাদের রবের সাথে গোপন আলাপে রত আছ। অতএব তোমরা (উচ্চস্বরে কিরআত পাঠের দ্বারা) একে অন্যকে কষ্ট দিও না এবং তোমরা একে অন্যের চাইতে উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ কর না — (নাসাঈ)।

١٣٣٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بُحَيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِىِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْاٰنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ ـ

১৩৩৩। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা (র) ... উক্‌বা ইব্‌ন আমের আল-জুহানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ কুরআন উচ্চস্বরে পাঠকারী প্রকাশ্যে দান-খয়রাতকারীর অনুরূপ এবং গোপনে কুরআন পাঠ-কারী গোপনে দানকারীর মত — (তিরমিযী, নাসাঈ)।

٣٢١- بَابُ فِىْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ

৩২১. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের (তাহাজ্জুদ) নামায সম্পর্কে

١٣٣٤- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى نَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَيُوْتِرُ بِسَجْدَةٍ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَىِ الْفَجْرِ فَذٰلِكَ ثَلٰثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ـ

১৩৩৪। ইব্‌নুল মুছান্না (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাত্রিতে দশ রাকাত নামায আদায় করতেন এবং এর সাথে আরো এক রাকাত মিলিয়ে 'বিতির' পূর্ণ করতেন। অতঃপর তিনি (স) ফজরের দুই রাকাত (সুন্নাত) আদায় করতেন। এইরূপে মোট তের রাকাত হত —(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

١٣٣٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوْتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَاِذَا فَرَغَ مِنْهَا اِضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ ـ

১৩৩৫। আল-কানাবী (র) ... রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তিনি (স) রাত্রিতে এক রাকাত বিতির সহ মোট এগার রাকাত নামায আদায়

করতেন। অতঃপর নামায শেষে তিনি (স) বিশ্রামের জন্য ডানপাশের উপর ভর করে শুয়ে যেতেন — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٣٣٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَنَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ وَهٰذَا لَفْظُهُ قَالاَ نَا الْوَلِيْدُ نَا الْاَوْزَاعِيُّ وَقَالَ نَصْرٌ عَنِ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ وَالْاَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ فِيْمَا بَيْنَ اَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ اِلٰى اَنْ يَتَصَدَّعَ الْفَجْرَ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ ثِنْتَيْنِ وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَمْكُثُ فِيْ سُجُوْدِهِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ اَحَدُكُمْ خَمْسِيْنَ اٰيَةً قَبْلَ اَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَاِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْاُوْلٰى مِنْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ حَتّٰى يَاْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ -

১৩৩৬। আব্দুর রহমান ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইশার নামাযের পর হতে সুব্‌হে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে এগার রাকাত নামায আদায় করতেন এবং প্রতি দুই রাকাতে তিনি (স) সালাম ফিরাতেন। অতঃপর তিনি (স) শেষ দুই রাকাতের সাথে আরো এক রাকাত মিলিয়ে বিতির পূর্ণ করতেন। তিনি (স) এত দীর্ঘ সময় সিজ্‌দাতে অবস্থান করতেন যে, তাঁর মাথা উঠাবার পূর্বে তোমরা যে কেউ পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণ পাঠ করতে পারতে। অতঃপর মুআয্‌যিন যখন ফজরের আযান শেষ করতেন, তখন তিনি (স) দণ্ডায়মান হয়ে হাল্‌কাভাবে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। পরে মুআয্‌যিন পুনরায় আসা পর্যন্ত ডান পাশের উপর ভর করে শুয়ে থাকতেন — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٣٣٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَيُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَهُمْ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْجُدُ سَجْدَةً قَدْرَ مَا يَقْرَأُ اَحَدُكُمْ خَمْسِيْنَ اٰيَةً قَبْلَ اَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَاِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ وَسَاقَ مَعْنَاهُ قَالَ وَبَعْضُهُمْ يَزِيْدُ عَلٰى بَعْضٍ -

১৩৩৭। সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) ... ইব্ন শিহাব (র) হতে উপরোক্ত হাদীছের সনদ ও অর্থে বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন ঃ তিনি (স) শেষ দুই রাকাত নামাযের সাথে আরো এক রাকাত মিলিয়ে বিতির পূর্ণ করতেন। তিনি (স) এত দীর্ঘক্ষণ সিজ্‌দায় অবস্থান করতেন যে, এই সময়ে তোমরা যে কেউ পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করতে পারতে। অতঃপর মুআয্‌যিন যখন আযান শেষ্‌ করতেন এবং আকাশও পরিষ্কার হয়ে যেত —পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٣٣٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا وُهَيْبٌ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلٰثَ عَشَرَ رَكْعَةً يُوْتِرُ مِنْهَا بِخَمْسٍ لاَ يَجْلِسُ فِيْ شَيْءٍ مِنَ الْخَمْسِ حَتّٰى يَجْلِسَ فِى الْاٰخِرَةِ فَيُسَلِّمُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ نَحْوَهُ ـ

১৩৩৮। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতে বিতির সহ তের রাকাত নামায আদায় করতেন। বিতির নামাযের পঞ্চম রাকাতে তিনি (স) নামায শেষ করতেন। তিনি (স) নামাযের মধ্যে মাঝখানে না বসে সর্বশেষ রাকাতে বসে সালাম ফিরাতেন — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٣٣٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ بِاللَّيْلِ ثَلٰثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّيْ اِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ـ

১৩৩৯। আল-কানাবী (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতে তের রাকাত নামায আদায় করতেন এবং ফজরের আযানের পর হাল্‌কাভাবে দুই রাকাত (সুন্নাত) আদায় করতেন।

١٣٤٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ وَ مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالاَ نَا اَبَانٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلٰثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً كَانَ يُصَلِّيْ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَيُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ يُصَلِّيْ قَالَ

مُسْلِمٌ بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ وَيُصَلِّىْ بَيْنَ اَذَانِ الْفَجْرِ وَالْاِقَامَةِ رَكْعَتَيْنِ ـ

১৩৪০। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতের বেলায় তের রাকাত নামায আদায় করতেন এবং তার আট রাকাত হত তাহাজ্জুদ বা নফল। অতঃপর তিনি (স) বিতিরের নামায আদায় করতেন। পরে তিনি (স) ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত আদায় করতেন।

ইমাম মুসলিম (র) বলেন ঃ তিনি (স) বিতিরের পরে দুই রাকাত নামায বসে আদায় করতেন। অতঃপর ফজরের আযান ও ইকামাতের মাঝখানে দুই রাকাত ফজরের সুন্নাত নামায আদায় করতেন — (মুসলিম, নাসাঈ)।

١٣٤١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ كَانَتْ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيْدُ فِىْ رَمَضَانَ وَلَا فِىْ غَيْرِهِ عَلٰى اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّىْ اَرْبَعًا فَلَا تَسْئَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّىْ اَرْبَعًا فَلَا تَسْئَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّىْ ثَلٰثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَنَامُ قَبْلَ اَنْ تُوْتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اِنَّ عَيْنَىَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِىْ ـ

১৩৪১। আল-কানাবী (র) ... আবু সালামা ইব্‌ন আব্দুর রহমান (র) হতে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে কিরূপে নামায আদায় করতেন? তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) রমযান মাস ও অন্যান্য সময়েও রাত্রিতে এগার রাকাত নামায আদায় করতেন। প্রথমে তিনি (স) সুদীর্ঘ কিরাআতের দ্বারা সুন্দরভাবে চার রাকাত নামায আদায় করতেন; অতঃপর তিনি (স) আরো চার রাকাত অনুরূপভাবে আদায় করতেন এবং সবশেষে তিনি (স) বিতিরের তিন রাকাত নামায আদায় করতেন।

আয়েশা (রা) বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)। আপনি কি বিতির নামায পাঠের পূর্বে নিদ্রা যান?

জবাবে তিনি বলেন ঃ হে আয়েশা। আমার চক্ষু তো নিদ্রা যায়, কিন্তু আমার অন্তর জাগ্রত থাকে — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٣٤٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا هَمَّامٌ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَاَتِىْ فَاَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ لاَبِيْعَ عَقَارًا كَانَ لِىْ بِهَا فَاَشْتَرِىَ بِهِ السِّلاَحَ وَاَغْزُوْ فَلَقِيْتُ نَفَرًا مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا قَدْ اَرَادَ نَفَرٌ مِنَّا سِتَّةً اَنْ يَّفْعَلُوْا ذٰلِكَ فَنَهَاهُمُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَاَتَيْتُ بْنَ عَبَّاسٍ فَسَاَلْتُهُ عَنْ وِتْرِالنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَدُلُّكَ عَلٰى اَعْلَمِ النَّاسِ بِوِتْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاْتِ عَائِشَةَ فَاَتَيْتُهَا فَاسْتَتْبَعْتُ حَكِيْمَ بْنَ اَفْلَحَ فَاَبٰى فَنَاشَدْتُهُ فَانْطَلَقَ مَعِىْ فَاسْتَاْذَنَّا عَلٰى عَائِشَةَ فَقَالَتْ مَنْ هٰذَا قَالَ حَكِيْمُ بْنُ اَفْلَحَ قَالَتْ وَمَنْ مَّعَكَ قَالَ سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ قَالَتْ هِشَامُ بْنُ عَامِرٍ الَّذِىْ قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ نِعْمَ الْمَرْءُ كَانَ عَامِرًا قَالَ قُلْتُ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ حَدِّثِيْنِىْ عَنْ خُلُقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ فَاِنَّ خُلُقَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْاٰنَ قَالَ قُلْتُ حَدِّثِيْنِىْ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ قَالَتْ اَلَسْتَ تَقْرَأُ يٰاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قَالَ بَلٰى قَالَتْ فَاِنَّ اَوَّلَ هٰذِهِ السُّوْرَةِ نَزَلَتْ فَقَامَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى انْتَفَخَتْ اَقْدَامُهُمْ وَحُبِسَ خَاتِمَتُهَا فِى السَّمَاءِ اثْنَىْ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ نَزَلَ اٰخِرُهَا فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيْضَةٍ قَالَ قُلْتُ حَدِّثِيْنِىْ عَنْ وِتْرِالنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ يُوْتِرُ بِثَمَانِىْ رَكَعَاتٍ لاَ يَجْلِسُ اِلاَّ فِى الثَّامِنَةِ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّىْ رَكْعَةً اُخْرٰى لاَ يَجْلِسُ اِلاَّ فِى الثَّامِنَةِ وَالتَّاسِعَةِ وَلاَ يُسَلِّمُ اِلاَّ فِى التَّاسِعَةِ ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتِلْكَ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَّابُنَىَّ فَلَمَّا اَسَنَّ وَ اَخَذَ اللَّحْمَ اَوْتَرَ بِسَبْعٍ رَكْعَاتٍ لَمْ يَجْلِسْ اِلاَّ فِى السَّادِسَةِ وَالسَّابِعَةِ وَلَمْ يُسَلِّمْ اِلاَّ فِى السَّابِعَةِ ثُمَّ

يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتِلْكَ تِسْعُ رَكَعَاتٍ يَابُنَىَّ وَلَمْ يَقُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً يَتَمُّهَا اِلَى الصَّبَاحِ وَلَمْ يَقْرَأِ الْقُرْاٰنَ فِىْ لَيْلَةٍ قَطُّ وَلَمْ يَصُمْ شَهْرًا يَتَمُّهُ غَيْرَ رَمَضَانَ وَكَانَ اِذَا صَلّٰى صَلٰوةً دَاوَمَ عَلَيْهَا وَكَانَ اِذَا غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ مِنَ اللَّيْلِ بِنَوْمٍ صَلّٰى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً قَالَ فَاَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ هٰذَا وَاللّٰهِ هُوَ الْحَدِيْثُ وَلَوْ كُنْتُ اُكَلِّمُهَا لَاَتَيْتُهَا حَتّٰى اُشَافِهَهَا بِهٖ مُشَافَهَةً قَالَ قُلْتُ لَوْعَلِمْتُ اَنَّكَ لَا تُكَلِّمُهَا مَاحَدَّثْتُكَ ـ

১৩৪২। হাফ্স ইব্ন উমার (র) ... সা'দ ইব্ন হিশাম (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর (বস্রা) হতে মদীনায় আমার যে যমীনটি ছিল, তা বিক্রয় করে যুদ্ধাস্ত্র খরিদের উদ্দেশ্যে মদীনায় গমন করি এবং এ কাজে আমার উদ্দেশ্য ছিল (রোমকদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। ঐ সময়ে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের সাথে সাক্ষাত করি। তখন তাঁরা বলেন ঃ আমাদের মধ্যেকার ছয় ব্যক্তিও তোমার ন্যায় স্বীয় স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে যুদ্ধে গমনের ইচ্ছা করেছিল। তখন নবী করীম (স) তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করেন এবং ইরশাদ করেন ঃ "তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের জীবনে উত্তম আদর্শ নিহিত আছে।"

রাবী বলেন ঃ অতঃপর আমি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-র খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট নবী করীম (স)-এর বিতির নামায আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন ঃ এসম্পর্কে যিনি সবচাইতে অভিজ্ঞ আমি তোমাকে তাঁর ঠিকানা প্রদান করছি। কাজেই তুমি এব্যাপারে জানার জন্য আয়েশা (রা)-এর নিকট গমন কর। তখন আমি তাঁর নিকট গমনের জন্য হাকীম ইব্ন আফলাহ্কে অনুরোধ করি। কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। এমতাবস্থায় আমি তাঁকে আল্লাহ্র নামে শপথ প্রদান করে আমার সাথে যেতে অনুরোধ করি। তখন হাকীম ইব্ন আফ্লাহ্ আমাকে নিয়ে আয়েশা (রা)-এর কাছে গমন করে সাক্ষাতের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। আয়েশা (রা) জিজ্ঞাসা করেন ঃ কে? জবাবে তিনি বলেন ঃ (আমি) হাকীম ইব্ন আফ্লাহ্। তখন তিনি বলেন ঃ তোমার সংগী কে? আমি বলি ঃ সা'দ্ ইব্ন হিশাম। তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ ঐ হিশাম না কি, যিনি ওহোদের যুদ্ধে মারা যান? তখন হাকিম বলেন ঃ হাঁ। আয়েশা (রা) বলেন ঃ হিশাম ইব্ন আমের তো অত্যন্ত ভালো লোক ছিল। তখন সাদ বলেন ঃ হে উম্মুল মুমেনীন! আপনি আমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূতঃ চরিত্র সম্পর্কে কিছু বলুন! তিনি বলেন ঃ তুমি কি কুরআন পাঠ কর না? রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র জীবন মুকুরই ছিল কুরআন। আমি তাঁকে বলি ঃ আপনি তাঁর (স) রাত জাগরন সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বলেন ঃ তুমি কি সূরা

মুয্যাম্মিল পাঠ কর নাই? জবাবে আমি বলি ঃ হাঁ। তিনি (আয়েশা) বলেন ঃ এই সূরার প্রথমাংশ যখন নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণ দীর্ঘ বারটি মাস সারা রাত এমনভাবে দাঁড়িয়ে (নামাযে) কাটাতেন যে, তাঁদের পা ফুলে যেত। অতঃপর ঐ সূরার শেষাংশ অবতীর্ণ হলে, এই রাত্রির দাঁড়ান (অবস্থা) ফরয হতে নফলে পরিবর্তিত হয়। অতঃপর আমি তাঁকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিতির নামায পাঠ সম্পর্কে কিছু বলতে বললে তিনি ইরশাদ করেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতে প্রথম নয় রাকাত নামাযের শেষ তিন রাকাত বিতির হিসাবে আদায় করে সালাম ফিরাতেন। অতঃপর তিনি (স) বসে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। কাজেই হে প্রিয় বৎস! এটাই তাঁর (স) সর্বমোট এগার রাকাত নামায পাঠের বর্ণনা। অতঃপর বয়োঃবৃদ্ধির কারণে তিনি (স) সাত রাকাত নামাযের শেষ তিন রাকাত বিতির হিসাবে আদায় করে সালাম ফিরাতেন। অতঃপর বসে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। হে বৎস! এটাই তাঁর (স) নয় রাকাত নামায আদায়ের বর্ননা। তিনি আরো বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) সারা রাত জেগে থেকে কোন সময়ই ইবাদত করেন নাই এবং তিনি (স) এক রাতে কুরআন খতম কোন সময়ই করেন নাই এবং রমযান ব্যতীত অন্য মাসে তিনি (স) সারা মাস রোযা রাখেন নাই এবং যখন তিনি (স) কোন নামায আদায় করা শুরু করতেন, তখন তিনি (স) তা নিয়মিতভাবে আদায় করতেন। আর রাত্রিতে যখন তিনি (স) কোন কারণবশত নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়তেন, তখন তিনি (স) দিনের বেলা ঐ বার রাকাত নামায আদায় করতেন।

রাবী বলেন ঃ অতঃপর আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-র নিকট গমন করে এরূপ বর্ণনা করায় তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! এটাই আসল হাদীছ। আমি যদি তাঁর (আয়েশা) সাথে আলাপ করতাম তবে এব্যাপারে আমি সরাসরি তাঁর সাথে বাক্যবিনিময় করতাম।

অতঃপর রাবী বলেন ঃ যদি আমি জানতাম যে, আপনি তাঁর সাথে বাক্যালাপ করেন তবে এটা আমি আপনার নিকট বর্ণনা করতাম না — (মুসলিম, নাসাঈ)।

١٣٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِاِسْنَادِهِ نَحْوَهُ قَالَ يُصَلِّىْ ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ لاَ يَجْلِسُ فِيْهِنَّ اِلاَّ عِنْدَ الثَّامِنَةِ فَيَجْلِسُ فَيَذْكُرُ اللّٰهَ ثُمَّ يَدْعُوْ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَةً فَتِلْكَ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَابُنَىَّ فَلَمَّا اَسَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَخَذَ اللَّحْمَ اَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا سَلَّمَ بِمَعْنَاهُ اِلٰى مُشَافَهَةً ـ

১৩৪৩। মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... আবু কাতাদা (রা) হতে উপরোক্ত সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন ঃ তিনি (স) একই সংগে (বিনা বৈঠকে) আট রাকাত নামায আদায় করে বসতেন এবং পরে আল্লাহ্‌র যিকির ও দু'আ পাঠ করে এমনভাবে সালাম ফিরাতেন, যা আমরা শুনতে পেতাম। অতঃপর তিনি (স) বসে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। পরে তিনি এক রাকাত নামায আদায় করতেন। হে বৎস! এটাই তাঁর (স) আদায়কৃত এগার রাকাত নামাযের বর্ণনা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) সপ্তম রাকাতের সময় বিতির সমাপ্ত করতেন। অতঃপর তিনি বসে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন।

١٣٤٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ نَا سَعِيْدٌ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا يُسْمِعُنَا كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ـ

১৩৪৪। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা (র) ... সাঈদ (রা) হতে পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি (স) এমনভাবে সালাম ফিরাতেন, যা আমরা শুনতে পেতাম।

١٣٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ سَعِيْدٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ بْنُ بَشَّارٍ بِنَحْوِ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً يُسْمِعُنَا ـ

১৩৪৫। মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... সাঈদ (র) হতে পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। ইব্‌ন বাশ্‌শার ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ হতে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

١٣٤٦- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدَّرْهَمِىُّ نَا ابْنُ عَدِىٍّ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ نَا زُرَارَةُ ابْنُ اَوْفَى اَنَّ عَائِشَةَ سُئِلَتْ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّىْ صَلٰوةَ الْعِشَاءِ فِىْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى اَهْلِهِ فَيَرْكَعُ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يَاوِىْ اِلٰى فِرَاشِهِ وَيَنَامُ وَطَهُوْرُهُ مُغَطًّى عِنْدَ رَأْسِهِ وَسِوَاكُهُ مَوْضُوْعٌ حَتّٰى يَبْعَثُهُ اللّٰهُ سَاعَتَهُ الَّتِىْ يَبْعَثُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْمُ اِلٰى مُصَلَّاهُ فَيُصَلِّىْ ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِيْهِنَّ بِاُمِّ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ وَمَا شَاءَ اللّٰهُ وَلاَ يَقْعُدُ فِىْ شَىْءٍ مِّنْهَا حَتّٰى يَقْعُدَ فِى الثَّامِنَةِ

وَلاَ يُسَلِّمُ وَيَقْرَأُ فِى التَّاسِعَةِ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَدْعُوْ بِمَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّدْعُوَهُ وَيَسْاَلُهُ وَيَرْغَبُ اِلَيْهِ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً وَّاحِدَةً شَدِيْدَةً يَكَادُ يُوْقِظُ اَهْلَ الْبَيْتِ مِنْ شِدَّةِ تَسْلِيْمِهِ ثُمَّ يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ بِاُمِّ الْكِتَابِ وَيَرْكَعُ وَهُوَ قَاعِدٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الثَّانِيَةَ فَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَهُوَ قَاعِدٌ ثُمَّ يَدْعُوْ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّدْعُوَ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيَنْصَرِفُ فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى بَدُنَ فَنَقَصَ مِنَ التِّسْعِ ثِنْتَيْنِ فَجَعَلَهَا اِلَى السِّتِّ وَالسَّبْعِ وَرَكْعَتَيْهِ وَهُوَ قَاعِدٌ حَتّٰى قُبِضَ عَلٰى ذٰلِكَ ـ

১৩৪৬। আলী ইব্ন হুসায়েন (র) ... যুরারাহ ইব্ন আওফ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা হযরত আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মধ্যরাত্রির নামায পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ তিনি (স) ইশার নামায জামাআতে আদায়ের পর গৃহে আসতেন। অতঃপর তিনি (স) চার রাকাআত নামায আদায় করে বিছানায় গমন করে ঘুমিয়ে পড়তেন। এ সময় উযুর পানির বদনা তাঁর (স) শিয়রে ঢাকা অবস্থায় থাকত এবং মিসওয়াক্ও তাঁর পাশে থাকত। অতঃপর তিনি (স) রাত্রির বিশেষ সময়ে আল্লাহ্র নির্দেশে জাগ্রত হয়ে মিস্ওয়াক্ করত ভালোভাবে উযু করতেন। পরে তিনি (স) জায়নামাযে গমন করে আট রাকাত নামায আদায় করতেন। তিনি (স) এই নামাযের রাকাআতসমূহে সূরা ফাতিহা এবং কুরআনের অন্য সূরা পাঠ করতেন, যা আল্লাহ্র ইচ্ছা হত এরূপ আরো আয়াত পাঠ করতেন। তিনি (স) এই আট রাকাত নামায আদায়কালে মাঝখানে না বসে শেষ রাকাতের পরে বসতেন এবং সালাম ফিরাবার পূর্বে দণ্ডায়মান হয়ে নবম রাকাত আদায় করে বসতেন। অতঃপর আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী দু'আ করতেন এবং তাঁর নিকট প্রার্থনা করতেন এবং তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতেন। পরিশেষে তিনি (স) স্বশব্দে সালাম ফিরাতেন যার ফলে গৃহের লোকের জাগ্রত হবার উপক্রম হত। অতঃপর তিনি (স) বসে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন এবং এখানে তিনি সূরা ফাতিহা পাঠের পর বসাবস্থায় রুকূ করতেন, অতঃপর দ্বিতীয় রাকাত রুকূ ও সিজদার সাথে বসে আদায় করতেন। পরে তিনি (স) আল্লাহ্র মর্জি অনুযায়ী দুআ করতঃ সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করতেন। তাঁর শরীর মোবারক ভারী ও দুর্বল হয়ে পড়লে তিনি (স) নয় রাকাতের স্থলে দুই রাকাত বাদ দিয়ে ছয় এবং তার সাথে এক রাকাত যোগ করে সাত রাকাত আদায় করতেন এবং তাঁর ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত এরূপে নামায আদায় করতেন।

١٣٤٧- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ فَذَكَرَ هٰذَا الْحَدِيْثَ بِاِسْنَادِهِ قَالَ يُصَلِّى الْعِشَاءَ ثُمَّ يَاوِىْ اِلٰى فِرَاشِهِ لَمْ يَذْكُرِ الْاَرْبَعَ

رَكَعَاتٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ قَالَ فِيْهِ فَيُصَلِّيْ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ يُسَوِّيْ بَيْنَهُنَّ فِي الْقِرَأَةِ وَالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَلاَ يَجْلِسُ فِيْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ اِلاَّ فِي الثَّامِنَةِ فَاِنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُوْمُ وَلاَ يُسَلِّمُ فَيُصَلِّيْ رَكْعَةً يُوْتِرُ بِهَا ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ حَتّٰى يُوْقِظَنَا ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ ـ

১৩৪৭। হারূন ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) ... বাহ্য ইব্ন হাকীম (র) উপরোক্ত হাদীছের সনদে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ তিনি (স) ইশার নামায শেষে বিছানায় গমন করতেন এবং উক্ত বর্ণনায় তাঁর (স) চার রাকাত নামায আদায় সম্পর্কে কিছু উল্লেখ নাই। তিনি বর্ণনা করেন যে, তিনি (স) আট রাকাত নামায আদায় করবার সময় কিরাআত, রুকূ ও সিজ্দার মধ্যে সমতা রক্ষা করতেন এবং এই নামাযের কেবলমাত্র শেষ রাকাতে তিনি (স) বসতেন। অতঃপর দণ্ডায়মান হয়ে বিতিরের এক রাকাত আদায় করে এমন সশব্দে সালাম ফিরাতেন যে, আমরা জাগ্রত হয়ে যেতাম। অতঃপর পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ অর্থে বর্ণিত হয়েছে।

١٣٤٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُعَاوِيَةَ عَنْ بَهْزٍ نَا زُرَارَةُ بْنُ اَوْفٰى عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى اَهْلِهِ فَيُصَلِّيْ اَرْبَعًا ثُمَّ يَاوِيْ اِلٰى فِرَاشِهِ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ لَمْ يَذْكُرْ سَوّٰى بَيْنَهُنَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي التَّسْلِيْمِ حَتّٰى يُوْقِظَنَا ـ

১৩৪৮। আমর ইব্ন উছমান (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। একদা তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ তিনি (স) ইশার নামায জামাআতে আদায়ের পর গৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন। অতঃপর তিনি (স) চার রাকাত নামায আদায় করে বিছানায় যেতেন। অতঃপর পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং এই বর্ণনায় তিনি (স) যে কিরাআত, রুকূ ও সিজ্দার মধ্যে সমতা রক্ষা করতেন —এর উল্লেখ নাই এবং তাঁর সশব্দ সালামে আমাদের যে নিদ্রাভংগ হত, তারও উল্লেখ নাই।

١٣٤٩- حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ بَهْزِ بْنِ

حَكِيْمٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَلَيْسَ فِيْ تَمَامِ حَدِيْثِهِمْ ـ

১৩৪৯। মূসা ইবন ইসমাঈল (র) ... আয়েশা (রা) হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

١٣٥٠- حَدَّثَنَا مُوْسٰى يَعْنِي ابْنَ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوْتِرُ بِتِسْعٍ اَوْ كَمَا قَالَتْ وَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ ـ

১৩৫০। মূসা ইবন ইসমাঈল (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাত্রিতে তের রাকাত নামায আদায় করতেন এবং তিনি (স) নবম রাকাতে বিতির পাঠ শেষ করতেন অথবা তিনি (রা) যেরূপ বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর তিনি (স) বসাবস্থায় দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। তিনি (স) ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত নামায আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করতেন।

١٣٥١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ اَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ الْوِتْرِ يَقْرَأُ فِيْهِمَا فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَيْنِ الْحَدِيْثَيْنِ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْوَاسِطِيُّ مِثْلَهُ قَالَ فِيْهِ قَالَ عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ يَاُمَّتَاهُ كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ـ

১৩৫১। মূসা ইবন ইসমাঈল (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবম রাকাতে তিনি (স) বিতির সমাপ্ত করতেন। অতঃপর তিনি (স) তাঁর পরিণত বয়সে সপ্তম রাকাতের সময় বিতির শেষ করতেন এবং এর পরে বসে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। তিনি (স) এই দুই রাকাতে রুকূর ইরাদায় দণ্ডায়মান হতেন এবং রুকূ ও সিজ্‌দা আদায় করতেন —(মুসলিম)।

١٣٥٢- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ ح وَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى نَا عَبْدُ الْاَعْلٰى نَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَقُلْتُ اَخْبِرِيْنِيْ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ صَلٰوةَ الْعِشَاءِ ثُمَّ يَاوِيْ اِلٰى فِرَاشِهِ فَيَنَامُ فَاِذَا كَانَ جَوْفُ اللَّيْلِ قَامَ اِلٰى حَاجَتِهِ وَاِلٰى طُهُوْرِهِ فَتَوَضَّاَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى ثَمَانِيْ رَكَعَاتٍ يُخَيَّلُ اِلٰى اَنَّهُ يُسَوِّيْ بَيْنَهُنَّ فِى الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ ثُمَّ يُوْتِرُ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يَضَعُ جَنْبَهُ فَرُبَمَا جَاءَ بِلَالٌ فَاٰذَنَهُ بِالصَّلٰوةِ ثُمَّ يُغْفِيْ وَرُبَّمَا شَكَكْتُ اَغْفٰى اَوْ لَا حَتّٰى يُؤْذِنَهُ بِالصَّلٰوةِ فَكَانَتْ تِلْكَ صَلٰوتُهُ حَتّٰى اَسَنَّ اَوْلَحُمَ فَذَكَرَتْ مِنْ لَحْمِهِ مَاشَاءَ اللّٰهُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ ـ

১৩৫২। ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন বাকিয়্যা (র) ... সা'দ ইব্‌ন হিশাম (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় গমনের পর আয়েশা (রা)-র খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি আমাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নামায সম্পর্কে কিছু বলুন? তখন তিনি বলেন ঃ তিনি (স) ইশার নামায জামাআতে আদায়ের পর বিছানায় গিয়ে ঘুমাতেন। অতঃপর মধ্যরাত্রিতে তিনি (স) গাত্রোত্থান করে পেশাব-পায়খানা করার উদ্দেশ্যে গমন করতেন। অতঃপর পানি দ্বারা উযু করে মসজিদে গমন করতেন এবং সেখানে আট রাকাত নামায আদায় করতেন। সম্ভবতঃ তিনি (স) এই নামাযের কিরাআত, রুকূ ও সিজ্‌দা আদায়ের মধ্যে সমতা রক্ষা করতেন। অতঃপর তিনি (স) বিতিরের উদ্দেশ্যে আরো এক রাকাত আদায় করতেন এবং পরে বসাবস্থায় দুই রাকাত নামায আদায় করে কাত হয়ে শুয়ে থাকতেন। অতঃপর কখনো কখনো বিলাল (রা) এসে তাঁকে (স) নামাযের জন্য আহবান করতেন। আয়েশা (রা) বলেনঃ প্রথমাবস্থায় আমি তাঁর (স) এরূপ নিদ্রার জন্য শিকায়েত (অভিযোগ) করতাম, যেহেতু নামাযের জন্য পুনরায় তাঁকে (স) ডাকতে হত। তিনি (স) তাঁর শেষ বয়স পর্যন্ত এরূপে নামায আদায় করেন — (নাসাঈ)।

রাবী ইব্‌ন ঈসা বলেন ঃ বিতিরের নামায আদায়ের পর সুবহে সাদিক হলে বিলাল (রা) তাঁর (স) নিকট উপস্থিত হয়ে নামাযের সংবাদ দিতেন। তখন তিনি (স) ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত আদায় করে মসজিদে গমন করতেন।

অতঃপর দুই রাবী (উছমান ও ঈসা) একমত হয়ে বলেন ঃ অতঃপর তিনি (স) বলতেনঃ

١٣٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسٰى نَا هُشَيْمٌ اَنَا حُصَيْنٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ اَبِى ثَابِتٍ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاٰهُ اسْتَيْقَظَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّاَ وَهُوَ يَقُوْلُ اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَتّٰى خَتَمَ السُّوْرَةَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ اَطَالَ فِيْهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَامَ حَتّٰى نَفَخَ ثُمَّ فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ كُلَّ ذٰلِكَ يَسْتَاكُ ثُمَّ يَتَوَضَّاَ وَيَقْرَاُ هٰؤُلَاءِ الْاٰيَاتِ ثُمَّ اَوْتَرَ قَالَ عُثْمَانُ بِثَلٰثِ رَكَعَاتٍ فَاَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَقَالَ ابْنُ عِيسٰى ثُمَّ اَوْتَرَ فَاَتَاهُ بِلَالٌ فَاٰذَنَهُ بِالصَّلٰوةِ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلّٰى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِىْ لِسَانِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ فِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ خَلْفِىْ نُوْرًا وَ اَمَامِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِىْ نُوْرًا وَ مِنْ تَحْتِىْ نُوْرًا اَللّٰهُمَّ وَاَعْظِمْ لِىْ نُوْرًا -

১৩৫৩। মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে রাত যাপন করেন। অতঃপর তিনি (রা) তাঁকে (স) দেখতে পান যে, তিনি (স) রাতে ঘুম থেকে উঠে মিস্ওয়াক শেষে উযু করে কুরআনের (সূরা আল ইমরানের) এই আয়াত পাঠ করছেন ঃ নিশ্চয় আসমান ও যমীনের সৃষ্টির মধ্যে ... সূরার শেষ আয়াত পর্যন্ত। অতঃপর তিনি (স) দণ্ডায়মান হয়ে সুদীর্ঘ কিরাআত ও রুকূ-সিজদার মাধ্যমে দুই রাকাআত নামায আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি (স) এরূপে তিনবারে ছয় রাকাত নামায আদায় করেন এবং প্রতি দুই রাকাত নামায আদায়ের পূর্বে তিনি (স) মিস্ওয়াক করতঃ উযু করার পর এই আয়াতসমূহ পাঠ করেন। অতঃপর তিনি (স) বিতিরের নামায আদায় করেন।

রাবী হযরত উছমান (রহ) বলেন ঃ তিনি (স) বিতিরের নামায তিন রাকাত আদায় করতেন। অতঃপর যখন তাঁর (স) কাছে মুআযযিন আসতেন তিনি (স) ফজরের নামায আদায়ের জন্য মসজিদে গমন করেন।

ইয়া আল্লাহ! আমার কলবে নূর দান করুন, আমার জিহ্বায় নূর দান করুন, আমার কানে নূর দান করুন, আমার দৃষ্টি শক্তিতে নূর দান করুন, আমার সামনে ও পিছনে নূর দান করুন, আমার উপরে ও নীচে নূর দান করুন, আমার অস্থিতে নূর প্রদান করুন —(মুসলিম, নাসাঈ, বুখারী)।

١٣٥٤- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حُصَيْنٍ نَحْوَهُ قَالَ وَاَعْظِمْ لِيْ نُوْرًا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ قَالَ اَبُوْ خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ عَنْ حَبِيْبٍ فِيْ هٰذَا وَكَذٰلِكَ قَالَ فِيْ هٰذَا قَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْ رُشْدِيْنَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -

১৩৫৪। ওয়াহ্ব ইব্ন বাকিয়্যা (র) ... হুসায়েন হতেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ (ইয়া আল্লাহ!) আমার অস্থিতে নূর দান করুন।

١٣٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا اَبُوْ عَاصِمٍ نَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نَمِرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَنْظُرَ كَيْفَ يُصَلِّيْ فَقَامَ فَتَوَضَّاَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قِيَامُهُ مِثْلُ رُكُوْعِهِ وَرُكُوْعُهُ مِثْلُ سُجُوْدِهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَتَوَضَّاَ فَاسْتَنَّ ثُمَّ قَرَاَ بِخَمْسِ اٰيَاتٍ مِنْ اٰلِ عِمْرَانَ اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلاَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَلَمْ يَزَلْ يَفْعَلُ هٰذَا حَتّٰى صَلّٰى عَشْرَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى سَجْدَةً وَاحِدَةً فَاَوْتَرَ بِهَا وَنَادَى الْمُنَادِيْ عِنْدَ ذٰلِكَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ فَصَلّٰى سَجْدَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ حَتّٰى صَلَّى الصُّبْحَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ خَفِيَ عَلَيَّ مِنِ ابْنِ بَشَّارٍ بَعْضُهُ -

১৩৫৫। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) ... ফাদল ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নামায পাঠের পদ্ধতি অবলোকনের উদ্দেশ্যে রাতে তাঁর (স) সাথে অবস্থান করি। তিনি (স) রাতে উঠে উযু করার পর দুই রাকাত নামায আদায় করেন এবং তাঁর (স) দাঁড়ানোর সময়টুকু তাঁর রুকূর অনুরূপ ছিল এবং তাঁর (স) রুকূর পরিমাণ ছিল সিজ্দার অনুরূপ। অতঃপর তিনি (স) ঘুমিয়ে পড়ে এবং পরে ঘুম থেকে উঠে মিস্ওয়াক ও উযু করতঃ সূরা আল্-ইমরানের এই পাঁচটি আয়াত

তিলাওয়াত করেন ঃ "নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টির মধ্যে এবং দিন-রাতের পরিক্রমার মধ্যে ...। তিনি (স) অনুরূপভাবে দশ রাকাত নামায আদায় করেন এবং শেষ দুই রাকাতের সাথে এক রাকাত মিলিয়ে বিতির আদায় করেন। এসময় মুআযযিন আযান দেওয়া শেষ করলে তিনি (স) দণ্ডায়মান হয়ে ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত হাল্কাভাবে আদায় করেন। অতঃপর কিছুক্ষণ বসার পর জামাআতের সাথে ফজরের নামায আদায় করেন।

١٣٥٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا وَكِيْعٌ نَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ الْاَسَدِيُّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا اَمْسٰى فَقَالَ اَصَلَّى الْغُلَامُ قَالُوْا نَعَمْ فَاضْطَجَعَ حَتّٰى اِذَا مَضٰى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللّٰهُ قَامَ فَتَوَضَّاَ ثُمَّ صَلّٰى سَبْعًا اَوْ خَمْسًا اَوْتَرَ بِهِنَّ لَمْ يُسَلِّمْ اِلَّا فِي اٰخِرِهِنَّ ـ

১৩৫৬। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাতে আমি আমার খালা মায়মূনা (রা)-র গৃহে অবস্থান করি। রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এসে জিজ্ঞাসা করেন ঃ ছেলেটি কি নামায আদায় করেছে? তাঁরা বলেন ঃ হাঁ। তখন তিনি (স) শয়ন করেন এবং রাত্রির কিছু অংশ আল্লাহ্র ইচ্ছায় অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি (স) ঘুম থেকে উঠে উযু করার পর পাঁচ অথবা সাত রাকাত নামায আদায় করেন; যার মধ্যে বিতিরও শামিল ছিল। ঐ সময় তিনি সর্বশেষ রাকাতে সালাম ফিরান।

١٣٥٧- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى نَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ فِيْ بَيْتِ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَصَلّٰى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَ فَصَلّٰى اَرْبَعًا ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيْ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَاَدَارَنِيْ فَاَقَامَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ فَصَلّٰى خَمْسًا ثُمَّ نَامَ حَتّٰى سَمِعْتُ غَطِيْطَهُ اَوْ خَطِيْطَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْغَدَاةَ ـ

১৩৫৭। ইব্নুল মুছান্না (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাত্রিতে আমি আমার খালা মায়মূনা বিন্তুল হারিছ (রা)-র গৃহে অবস্থান করি। এ সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইশার নামায আদায়ের পর গৃহে আগমন করে চার

রাকাত নামায আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি (স) ঘুম থেকে উঠে উযু করার পর নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হন। এ সময় আমি তাঁর (স) বাম পাশে দাঁড়াই। তিনি (স) আমাকে ঘুরিয়ে নিয়ে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করান এবং পাঁচ রাকাত নামায আদায় করেন। অতঃপর পুনরায় নিদ্রা যান, ঐ সময় আমি তাঁর (স) নাসিকা ধ্বনি শুনতে পাই। অতঃপর তিনি (স)-নিদ্রা হতে উঠে দুই রাকাত নামায (ফজরের সুন্নাত) আদায় করেন এবং মসজিদে গিয়ে ফজরের নামায আদায় করেন — (বুখারী, নাসাঈ)।

١٣٥٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ فِىْ هٰذَاالْقِصَّةِ قَالَ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى صَلَّى ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ اَوْتَرَ بِخَمْسٍ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُنَّ -

১৩৫৮। কুতায়বা (র) ... সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা ইব্‌ন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এরূপ নামায পাঠের ঘটনা আমার নিকট বর্ণনা করেন।

রাবী বলেন ঃ তিনি (স) দুই দুই রাকাত করে মোট আট রাকাত নামায আদায় করেন। অতঃপর পাঁচ রাকাত বিতির আদায় করেন এবং এর মাঝখানে বসেননি।

١٣٥٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ ثَلٰثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِرَكْعَتَيْهِ قَبْلَ الصُّبْحِ يُصَلِّىْ سِتًّا مَثْنٰى مَثْنٰى وَيُوْتِرُ بِخَمْسٍ لاَ يَقْعُدُ بَيْنَهُنَّ اِلاَّ فِىْ اٰخِرِهِنَّ -

১৩৫৯। আব্দুল আযীয ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের সুন্নাত সহ রাত্রিকালে মোট তের রাকাত নামায আদায় করতেন। তিনি (স) প্রথমত দুইদুই রাকাত করে ছয় রাকাত আদায় করতেন। অতঃপর তিনি (স) বিতির নামায পাঁচ রাকাত নামায আদায় করতেন এবং শেষ রাকাতে বসতেন।

١٣٦٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ بِاللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِرَكْعَتَىِ الْفَجْرِ ـ

১৩৬০। কুতায়বা (র) ... উরওয়া (র) আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হযরত আয়েশা (রা) তাঁকে এই মর্মে অবহিত করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের সুন্নাত সহ রাত্রিতে মোট তের রাকাত নামায আদায় করতেন–(মুসলিম)।

١٣٦١- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ وَّجَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ الْمُقْرِئَ اَخْبَرَهُمَا عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ قَائِمًا وَّ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْاَذَانَيْنِ وَ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ فِىْ حَدِيْثِهِ وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا بَيْنَ الْاَذَانَيْنِ زَادَ جَالِسًا ـ

১৩৬১। নাস্‌র ইব্‌ন আলী (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইশার নামায আদায়ের পর দণ্ডায়মান হয়ে আট রাকাত নামায আদায় করতেন এবং তারপর দুই রাকাত তিনি (স) ফজরের নামাযের আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করতেন। এই দুই রাকাত নামায তিনি (স) কখনও পরিত্যাগ করতেন না (এটা ফজরের সুন্নাত নামায)। অত্র হাদীছে জাফার ইবন মুসাফির-এর বর্ণনায় বিতিরের পরে সাহরীর আযান ও ফজরের আযানের মধ্যবর্তী সময়ে দুই রাকাত নামায বসে পরতেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে — (বুখারী)।

١٣٦٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَّ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ قَالاَ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ بِكَمْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ قَالَتْ كَانَ يُوْتِرُ بِاَرْبَعٍ وَّثَلاَثٍ وَّسِتٍّ وَّثَلاَثٍ وَّثَمَانٍ وَّثَلاَثٍ وَعَشْرٍ وَّثَلاَثٍ وَّلَمْ يَكُنْ يُوْتِرُ بِاَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَّلاَ بِاَكْثَرَ مِنْ ثَلٰثَ عَشْرَةَ زَادَ اَحْمَدُ وَلَمْ يَكُنْ يُوْتِرُ بِرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قُلْتُ مَا يُوْتِرُ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ يَدَعُ ذٰلِكَ وَلَمْ يَذْكُرْ اَحْمَدُ وَسِتٍّ وَثَلٰثٍ ـ

১৩৬২। আহমাদ ইব্‌ন সালেহ (র) ... আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন আবু কায়েস (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাত্রিতে বিতির সহ কত রাকাত নামায আদায় করতেন? তিনি বলেন ঃ তিনি (স) চার রাকাত ও তিন রাকাত বিতির আদায় করতেন এবং কখনও ছয় রাকাআত ও তিন রাকাত বিতির আদায় করতেন এবং কখনও আট রাকাত আদায় করতেন এবং (কোন কোন সময়) তিনি মোট তের রাকাত নামায আদায় করতেন। তবে সাধারণতঃ তিনি (স) সাত রাকাতের কম এবং তের রাকাতের অধিক নামায আদায় করতেন না। তিনি (স) ফজরের সুন্নাত কোন সময় পরিত্যাগ করতেন না— এটা রাবী আহমাদের বর্ণনা। রাবী আহমাদের বর্ণনায় ছয় এবং তিন রাকাতের কথা উল্লেখ নাই।

١٣٦٢- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ الْهَمْدَانِىِّ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ فَسَاَلَهَا عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّىْ ثَلٰثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِّنَ اللَّيْلِ ثُمَّ اِنَّهُ صَلّٰى اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً وَتَرَكَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُبِضَ حِيْنَ قُبِضَ وَهُوَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ وَكَانَ اٰخِرُ صَلٰوتِهِ مِنَ اللَّيْلِ الْوِتْرَ -

১৩৬৩। মুআম্মাল ইব্‌ন হিশাম (র) ... আস্‌ওয়াদ ইব্‌ন য়াযীদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-র খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রাত্রিকালীন নামায পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন ঃ তিনি (স) রাত্রিতে তের রাকাত নামায আদায় করতেন। অতঃপর শেষ বয়সে তিনি (স) দুই রাকাত কম করে মোট এগার রাকাত আদায় করতেন এবং তাঁর (স) ইন্‌তিকালের পূর্বে তিনি (স) নয় রাকাত নামায আদায় করতেন এবং তাঁর রাত্রির শেষ নামায ছিল বিতিরের নামায — (তিরমিযী, নাসাঈ, মুসলিম)।

١٣٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِلَالٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَيْفَ كَانَتْ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ قَالَ بِتُّ عِنْدَهُ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ فَنَامَ حَتّٰى اِذَا ذَهَبَ

ثُلُثُ اللَّيْلِ اَوْ نِصْفُهُ اسْتَيْقَظَ فَقَامَ اِلٰى شَنٍّ فِيْهِ مَاءٌ فَتَوَضَّاَ وَتَوَضَّاْتُ مَعَهُ ثُمَّ قَامَ فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهِ عَلٰى يَسَارِهِ فَجَعَلَنِىْ عَنْ يَّمِيْنِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلٰى رَأْسِىْ كَاَنَّهُ يَمَسُّ اُذُنِىْ كَاَنَّهُ يُوْقِظُنِىْ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ قَدْ قَرَأَ فِيْهِمَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ صَلّٰى حَتّٰى صَلّٰى اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ ثُمَّ نَامَ فَاَتَاهُ بِلاَلٌ فَقَالَ الصَّلٰوةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى لِلنَّاسِ ـ

১৩৬৪। আব্দুল মালিক ইব্ন শুআইব (র) ... মাখ্‌রামা ইব্ন সুলায়মান (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তাকে ইব্ন আব্বাস (রা)–র আযাদকৃত গোলাম কুরাইব অবহিত করেন যে, একদা তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাত্রিতে কিরূপে নামায আদায় করতেন? তখন তিনি বলেন ঃ একদা রাত্রিতে আমি তাঁর (স) সাথে অবস্থান করি, ঐ সময় তিনি (স) মায়মূনা (রা)–র গৃহে ছিলেন। অতঃপর তিনি (স) নিদ্রা যান এবং রাতের এক–তৃতীয়াংশে অথবা অর্ধেক অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি (স) গাত্রোত্থান করে পানির বদনার কাছে গিয়ে উযু করেন এবং আমিও তাঁর (স) সাথে উযু করি। অতঃপর তিনি (স) নামাযে দণ্ডায়মান হলে আমি তাঁর বাম পাশে গিয়ে দাঁড়ালে তিনি আমাকে টেনে ডান পাশে নিয়ে আসেন। পরে তিনি (স) তাঁর হস্ত মোবারক আমার মস্তকের উপর স্থাপন করেন, তিনি আমার কান মলে আমাকে সতর্ক করেন। এই সময় তিনি (স) হাল্‌কাভাবে দুই রাকাত নামায আদায় করেন। আমার মনে হয় যে, তিনি (স) প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করেন। অতঃপর তিনি (স) সালাম ফিরান এবং পরে বিতির সহ এগার রাকাত নামায আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েন। অতঃপর বিলাল (রা) এসে "আস–সালাতু ইয়া রাসূলাল্লাহ বলায় তিনি (স) উযু করে দাঁড়িয়ে দুই রাকাত নামায (ফজরের সুন্নাত) আদায় করেন, পরে মসজিদে গিয়ে লোকদের সাথে জামাআতে ফজরের নামায আদায় করেন —(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٣٦٥- حَدَّثَنَا نُوْحُ بْنُ حَبِيْبٍ وَيَحْيَى بْنُ مُوْسٰى قَالاَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاءُوْسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةَ فَقَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّٰى ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ حَزَرْتُ قِيَامَهُ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِقَدْرِ يٰاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ لَمْ يَقُلْ نُوْحٌ مِنْهُمَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ ـ

১৩৬৫। নূহ্ ইব্ন হাবীব (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাত্রিতে আমি আমার খালা হযরত মায়মূনা (রা)-র গৃহে অবস্থান করি। এই সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাত্রিতে উঠে নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হন এবং তিনি (স) ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত সহ মোট তের রাকাত নামায আদায় করেন। আমি অনুমান করলাম যে, তাঁর (স) প্রতি রাকাতে দাঁড়ানোর সময় ছিল "সূরা-মুযযাম্মিল" পাঠের সময়ের অনুরূপ। রাবী নূহ তাঁর বর্ণনায় দুই রাকাত ফজরের সুন্নাত নামাযের কথা উল্লেখ করেন্ নাই — (নাসাঈ)।

١٣٦٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ اَنَّهُ قَالَ لَاَرْمُقَنَّ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ قَالَ فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ اَوْ فُسْطَاطَهُ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ اَوْتَرَ فَذٰلِكَ ثَلٰثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ـ

১৩৬৬। আল্-কানাবী (র) ... খালিদ আল্-জুহানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি নজর রাখব তিনি রাতের নামায কিভাবে পড়েন। আমি আমার মস্তক দরজা বা তাঁবুর চৌকাঠের উপর রেখে শুয়ে থাকলাম। তিনি (স) হালকাভাবে দুই রাকাত নামায আদায় করার পর আরো দুই রাকাত নামায অতি দীর্ঘ করে পড়েন। অতঃপর তিনি (স) আরো দুই রাকাত নামায আদায় করেন, যা পূর্বের দুই রাকাত অপেক্ষা কম দীর্ঘ ছিল। পরে তিনি (স) এর চাইতে আরো কম দীর্ঘ দুই রাকাত নামায আদায় করেন এবং পরে আরো দুই রাকাত নামায আদায় করেন, যা পূর্বের নামাযের চাইতে আরো কম দীর্ঘ ছিল। অতঃপর তিনি (স) পূর্বের চাইতে কম দীর্ঘ করে আরো দুই রাকাত নামায আদায় করেন এবং তার সাথে এক রাকাত মিলিয়ে বিতির সহ মোট তের রাকাত আদায় করেন — (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٣٦٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ فَاضْطَجَعْتُ فِيْ عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَهْلُهُ فِيْ طُوْلِهَا فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ اَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيْلٍ اَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيْلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْاٰيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ اِلٰى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّاَ مِنْهَا فَاَحْسَنَ وَضُوْءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رَاْسِيْ فَاَخَذَ بِاُذُنِيْ يَفْتِلُهَا فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ قَالَ الْقَعْنَبِيُّ سِتَّ مِرَارٍ ثُمَّ اَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتّٰى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ -

১৩৬৭। আল্-কানাবী (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা)-র আযাদকৃত গোলাম কুরায়েব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁর নিকট বর্ণনা করেন যে, এক রাতে তিনি তাঁর খালা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্ত্রী মায়মূনা (রা)-র গৃহে অবস্থান করেন। তিনি বলেন ঃ আমি বালিশের পাশে মাথা রেখে শয়ন করি এবং রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর পত্নী বালিশের লম্বা ভাগের উপর মাথা রেখে শয়ন করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি রাত্রির অর্ধেক বা এর চাইতে একটু কম বা বেশী সময়ের পর জাগ্রত হয়ে হাতের সাহায্যে তাঁর চক্ষু রগড়াতে থাকেন এবং সূরা আল ইমরানের শেষ দশ আয়াত তিলাওয়াত করেন। অতঃপর তিনি (স) ঝুলন্ত পানির মশক থেকে নিয়ে উত্তমরূপে উযু করে নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হন। আব্দুল্লাহ (রা) বলেন ঃ অতঃপর আমিও উঠে তাঁর মত উযু করে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াই। এ সময় তিনি (স) তাঁর ডান হাত দ্বারা আমার কান স্পর্শ করেন। অতঃপর তিনি (স) দুই রাকাত, পরে দুই রাকাত, আরো পরে দুই রাকাত, পুনঃ দুই রাকাত, আবার দুই রাকাত এবং সবশেষে আরো দুই রাকাত নামায আদায় করেন।

রাবী আল্-কানাবী বলেন ঃ এরূপে তিনি (স) ছয় বার নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি (স) শেষ দুই রাকাতের সাথে এক রাকাত মিলিয়ে বিতির আদায় করে শুয়ে পড়েন। অবশেষে মুআয্যিন এসে তাঁকে নামাযের খবর দিলে তিনি (স) হাল্কা ভাবে দুই রাকাত

নামায (ফজরের সুন্নাত) আদায় করে গৃহ হতে বের হয়ে ফজরের ফরয নামায (মসজিদে) জামাআতের সাথে আদায় করেন — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٣٢٢. بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقَصْدِ فِى الصَّلٰوةِ

৩২২. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করার নির্দেশ সম্পর্কে

١٣٦٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اكْلَفُوْا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يَمَلُّ حَتّٰى تَمَلُّوْا فَاِنَّ اَحَبَّ الْعَمَلِ اِلَى اللّٰهِ اَدْوَمُهُ وَاِنْ قَلَّ وَكَانَ اِذَا عَمِلَ عَمَلاً اَثْبَتَهُ -

১৩৬৮। কুতায়বা (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা সাধ্যানুযায়ী আমল কর। কেননা আল্লাহ তাআলা তোমাদের কোন আমলকে বন্ধ করেন না, যতক্ষণ না তোমরা নিজেরাই তা বন্ধ কর। কেননা আল্লাহ তাআলার নিকট ঐ আমলই অধিক পছন্দনীয় যা নিয়মিত আদায় করা হয়ে থাকে, যদিও পরিমাণে তা কম হয়। তিনি (স) যখন কোন আমল শুরু করতেন, তখন তা নিয়মিতভাবে আদায় করতেন — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٣٦٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدٍ نَا عَمِّىْ نَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ اِلٰى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ فَجَاءَهُ فَقَالَ يَا عُثْمَانُ اَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّتِىْ قَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلٰكِنْ سُنَّتَكَ اَطْلُبُ قَالَ فَاِنِّىْ اَنَامُ وَاُصَلِّىْ وَاَصُوْمُ وَاُفْطِرُ وَاَنْكِحُ النِّسَاءَ فَاتَّقِ اللّٰهَ يَا عُثْمَانُ فَاِنَّ لِاَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَصُمْ وَاَفْطِرْ وَ صَلِّ وَنَمْ -

১৩৬৯। উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাদ (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উছমান ইবন মাযউন (রা)-- কে ডেকে পাঠান। তিনি আগমন করলে নবী করীম (স) বলেন ঃ হে উছমান ! তুমি কি আমার সুন্নাতের বিরোধিতা করছ? তিনি আল্লাহর শপথ করে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! না, বরং আমি

আপনার সুন্নাতের অন্বেষণকারী। তখন তিনি (স) বলেন ঃ আমি ঘুমাই এবং নামায ও আদায় করি, রোযা রাখি এবং ইফ্তারও করি, এবং স্ত্রীও গ্রহণ করি। হে উছ্মান ! তুমি আল্লাহ্কে ভয় কর। তোমার প্রতি তোমার বিবির হক আছে, তোমার মেহমানের হক আছে, তোমার নফসেরও হক আছে। অতএব তুমি রোযাও রাখ এবং -রোযাহীনও থাক, নামায আদায় কর এবং নিদ্রাও যাও।

١٣٧٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ سَئَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ عَمَلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الْاَيَّامِ قَالَتْ لاَ كَانَ عَمَلُهُ دِيْمَةً وَاَيُّكُمْ يَسْتَطِيْعُ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَطِيْعُ ـ

১৩৭০। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... আল্কামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি (স) বিশেষ কোন দিনে নির্দ্ধারিত কোন ইবাদাত করতেন কি? তখন জবাবে তিনি বলেন ঃ না, রবং তিনি (স) যা আমল করতেন, তা সর্বদাই করতেন। আর তিনি (স) যা করতে সক্ষম ছিলেন, তোমরা সেরূপ করতে কিরূপে সক্ষম? — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)।

بَابُ تَفْرِيْعِ اَبْوَابِ شَهْرِ رَمَضَانَ

রমযান মাসের সুন্নাত ও নফল নামাযের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে

٣٢٣. بَابُ فِىْ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

৩২৩. অনুচ্ছেদ ঃ রমযান মাসের রাত্রিকালীন ইবাদত

١٣٧١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ قَالاَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ قَالَ الْحَسَنُ فِىْ حَدِيْثِهِ وَمَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْغَبُ فِىْ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّاْمُرَهُمْ بِعَزِيْمَةٍ ثُمَّ يَقُوْلُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَتُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاَمْرُ عَلَى ذٰلِكَ ثُمَّ

كَانَ الْاَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ فِىْ خِلاَفَةِ اَبِىْ بَكْرٍ وَصَدْرًا مِّنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَذَا رَوَاهُ عُقَيْلٌ وَيُوْنُسُ وَاَبُوْ اُوَيْسٍ مَّنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ ـ

১৩৭১। আল-হাসান ইব্‌ন আলী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে রমযান মাসের (রাতে) নামায আদায়ের ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন; তবে তিনি (স) তা আদায়ের ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব (ফরয-ওয়াজিবের ন্যায়) আরোপ করতেন না। তিনি (স) বলতেন ঃ যে ব্যক্তি রমযান মাস ঈমানের সাথে এবং মর্যাদা লাভের আশায় দণ্ডায়মান হয়ে তারাবীহ নামায আদায় করে, আল্লাহ তাআলা তার জীবনের পূর্ববর্তী সমস্ত (সগীরা) গুনাহ মাফ করে দেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তিকালের পরেও এই নামাযের (তারাবীহর) বিধান একইরূপ থাকে। অতঃপর আবু বাক্‌র (রা)-র খিলাফাতকালেও তদ্রূপ থাকে এবং উমার (রা)-র খিলাফাতের প্রথম দিকেও ঐরূপ ছিল। [অতঃপর উমার (রা) রমযান মাসে জামাআতের সাথে বিশ রাকাত তারাবীহর নামায আদায়ের ব্যবস্থা প্রচলন করেন এবং এটাই সুন্নাত]। — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٣٧٢- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ اَبِىْ خَلَفٍ قَالاَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ ـ

১৩৭২। মাখলাদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) এই হাদীছের সনদ রাসূলুল্লাহ (স) পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং মর্যাদা লাভের আশায় রমযান মাসের রোযা রাখে, তার পূর্ববর্তী জীবনের সমস্ত (সগীরা) গুনাহ মার্জিত হবে। আর যে ব্যক্তি "লায়লাতুল কদরে" ঈমানের সাথে এবং আল্লাহর সন্তুষ্ট লাভের জন্য নামায আদায় করবে, তার পূর্ববর্তী জীবনের সমুদয় (সগীরা) গুনাহ মার্জিত হবে — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٣٧٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى

فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوْا مِنَ اللَّيْلِ الثَّالِثَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَاَيْتُ الَّذِيْ صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِيْ مِنَ الْخُرُوْجِ اِلَيْكُمْ اِلاَّ اَنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذٰلِكَ فِيْ رَمَضَانَ ـ

১৩৭৩। আল্-কানাবী (র) ... নবী করীম (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে (তারাবীহ) নামায আদায় করেন। ঐ সময় তাঁর সাথে অন্যান্য লোকেরাও নামায আদায় করেন। পরবর্তী রাতে উক্ত নামায আদায় করাকালে অনেক লোকের সমাগম হয়। অতঃপর তৃতীয় রাতেও লোকেরা উক্ত নামায (তারাবীহ) আদায় করার জন্য জমায়েত হলে সেদিন তিনি (স) মসজিদে গমন করেন নাই। অতঃপর প্রত্যুষে তিনি (স) সকলকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ তোমরা যা করেছ তা আমি অবলোকন করেছি। আমি একারণেই নামায জামাআতের সাথে আদায় করার জন্য আসিনাই যে, আমার ভয় হচ্ছিল তোমাদের উপর তা ফরয করা হয় কি না (তবে কষ্টকর বোঝা হয়ে দাঁড়াবে)। এটা রমযান মাসের (তারাবীহ নামায আদায়ের) ঘটনা — (বুখারী,

١٣٧٤- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يُصَلُّوْنَ فِي الْمَسْجِدِ فِيْ رَمَضَانَ اَوْزَاعًا فَاَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبْتُ لَهُ حَصِيْرًا فَصَلَّى عَلَيْهِ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَتْ فِيْهِ قَالَ تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّهَا النَّاسُ اَمَا وَاللّٰهِ مَا بِتُّ لَيْلَتِيْ هٰذِهِ بِحَمْدِ اللّٰهِ غَافِلاً وَلاَ خَفِيَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ ـ

১৩৭৪। হান্নাদ (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ লোকেরা রমযান মাসে মসজিদে বিচ্ছিন্নভাবে নামায আদায় করত। ঐ সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদা আমাকে মসজিদে মাদুর বিছিয়ে দিতে বলেন এবং তিনি (স) তার উপর নামায আদায় করেন। অতঃপর রাবী পূর্ণ ঘটনা বিবৃত করতে গিয়ে বলেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করেন ঃ হে জনগণ! আলহামদু লিল্লাহ! অদ্য রজনীতে আমি আল্লাহর ইবাদাত করতে গাফেল হই নাই এবং আমার নিকট তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে কিছুই গোপন নাই।

١٣٧٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا دَاوُدُ بْنُ اَبِيْ هِنْدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِّنَ الشَّهْرِ حَتّٰى بَقِىَ سَبْعٌ فَقَامَ بِنَا حَتّٰى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَتِ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتّٰى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا قِيَامَ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ قَالَ فَقَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا صَلّٰى مَعَ الْاِمَامِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ قَالَ فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ لَمْ يَقُمْ فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ جَمَعَ اَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَالنَّاسَ فَقَامَ بِنَا حَتّٰى خَشِيْنَا اَنْ يَّفُوْتَنَا الْفَلَاحَ قَالَ قُلْتُ مَا الْفَلَاحُ قَالَ السُّحُوْرُ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا بَقِيَّةَ الشَّهْرِ ـ

১৩৭৫। মুসাদ্দাদ (র) ... আবু যার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে রমযান মাসে রোযাব্রত পালন করেছি। তিনি (স) রমযান মাসের প্রথম দিকে (তারাবীহ নামায) আমাদের সাথে আদায় করেন নাই। অতঃপর উক্ত মাসের মাত্র সাতটি রাত অবশিষ্ট থাকতে তিনি আমাদের নিয়ে নামায (তারাবীহ) আদায় করেন; এভাবে রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়। অতঃপর তিনি (স) ষষ্ঠ রাতে (অর্থাৎ পরের রাত) আমাদের সাথে (তারাবীহ) নামায আদায় করেন নাই। পরে পঞ্চম রাতে তিনি (স) আমাদের সাথে নামায আদায় করাকালে রাতের অর্ধাংশ অতিবাহিত করেন।

রাবী বলেন ঃ ঐ সময় আমি তাঁকে বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! অদ্য রজনীতে আপনি যদি আমাদের সাথে সারা রাত নামায আদায় করতেন, তবে কত উত্তম হত। তখন তিনি (স) বলেন ঃ কেউ জামাআতের সাথে (ইশার নামায) আদায় করে ঘরে প্রত্যাবর্তন করলে তাকে সারা রাতের জন্য নামাযী হিসাবে গণ্য করা হয়। রাবী বলেন ঃ তিনি (স) চতুর্থ রাতে (২৭ শে রমযান) মসজিদে আসেন নাই (তারবীর নামায আদায়ের জন্য)। অতঃপর তৃতীয় রাতে তিনি (স) তাঁর স্ত্রী ও পরিবার-পরিজনদেরকে এবং অন্যান্য লোকদেরকে একত্রিত করে জামাআতের সাথে (তারাবীর) নামায আদায় করেন (এবং তার সময় এত দীর্ঘ হয় যে,) আমাদের আশংকা হচ্ছিল যে, হয়ত আমরা "ফালাহ্"-র সুযোগ হারিয়ে ফেলব। রাবী বলেন, আমি তখন জিজ্ঞাসা করি ঃ 'ফালাহ' কি? তিনি বলেন ঃ সেহরী খাওয়া। অতঃপর তিনি (স) উক্ত মাসের বাকী দিনগুলিতে (২৯ ও ৩০) আমাদের সাথে জামাআতে আর তারাবীহ আদায় করেন নাই — (তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٣٧٦- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَدَاوُدُ بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّ سُفْيَانَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَى اللَّيْلَ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو يَعْفُورٍ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ -

১৩৭৬। নাসর ইব্ন আলী (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রমযান মাসের (শেষ) দশ দিনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সারা রাত জাগ্রত থাকতেন, স্ত্রীদের নিকট হতে দূরে অবস্থান করতেন এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদেরকে জাগিয়ে দিতেন (ইবাদাতের জন্য) — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন, মাজা)।

١٣٧٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا نَاسٌ فِي مَضَانَ يُصَلُّونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا هَؤُلاَءِ فَقِيلَ هَؤُلاَءِ نَاسٌ لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّي وَهُمْ يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابُوا وَنِعْمَ مَا صَنَعُوا قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ بِالْقَوِيِّ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ضَعِيفٌ -

১৩৭৭। আহমাদ ইব্ন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রমযানের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বীয় গৃহ হতে বের হয়ে দেখতে পান যে, মসজিদের এক পাশে কিছু লোক নামায আদায় করছে। তিনি (স) জিজ্ঞাসা করেন ঃ এরা কি করছে? তাঁকে বলা হয় ঃ এদের কুরআন মুখস্ত না থাকায় তাঁরা উবাই ইব্ন কা'বের (রা) পিছনে (মুক্তাদী হিসাবে) তারাবীর নামায আদায় করছে। নবী করীম (স) বলেন ঃ তারা ঠিকই করছে — (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

٣٢٤. بَابُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

৩২৪. অনুচ্ছেদ ঃ লাইলাতুল কদর (মহিমান্বিত রাত)-এর বর্ণনা

١٣٧٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ الْمَعْنَى قَالاَ نَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ

زِرٌّ قَالَ قُلْتُ لِاُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ اَخْبِرْنِىْ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ فَاِنَّ صَاحِبُنَا سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْهَا فَقَالَ رَحِمَ اللّٰهُ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمَ اَنَّهَا فِىْ رَمَضَانَ زَادَ مُسَدَّدٌ وَلٰكِنْ كَرِهَ اَنْ يَتَّكِلُوْا ثُمَّ اتَّفَقَا وَاللّٰهِ اِنَّهَا فِىْ رَمَضَانَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ لاَ يَسْتَثْنِىْ قُلْتُ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ اِنِّىْ عَلِمْتَ ذٰلِكَ قَالَ بِالْاٰيَةِ الَّتِىْ اَخْبَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ لِزِرٍّ مَا الْاٰيَةُ قَالَ تُصْبِحُ الشَّمْسُ صَبِيْحَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِثْلَ الطَّسْتِ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ حَتّٰى تَرْتَفِعَ -

১৩৭৮। সুলায়মান ইব্ন হারব (র) ... যির ইব্ন হুবায়েশ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত উবাই ইব্ন কাব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি, হে আবুল মুনযির! লায়লাতুল কদর সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। কেননা এ সম্পর্কে আমাদের সংগী (আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি সারা বছর রাতে ইবাদাত করবে, সে তা প্রাপ্ত হবে। তিনি (কাব) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা আবু আব্দুর রহমানের উপর রহম করুন! তিনি এটা অবগত আছেন যে, 'শবে কদর' রমযান মাসের মধ্যে নিহীত।

রাবী মুসাদ্দাদ তাঁর বর্ণনায় আরও বলেন ঃ তিনি (ইব্ন মাসউদ) এটা প্রকাশে অনিচ্ছুক ছিলেন। অতঃপর উভয় রাবী (সুলায়মান ও মুসাদ্দাদ) ঐক্যমতে পৌছে বলেন ঃ আল্লাহ্ শপথ! এটা হল রমযানের ২৭ তারিখের রাত। উল্লেখ্য যে, তাঁরা তাঁদের এই শপথবাণী উচ্চারণের সময় ইন্শা আল্লাহ ব্যবহার করেন নাই। রাবী বলেন, তখন আমি বলি, হে আবুল মুনযির! আপনি তা কিরূপে অবগত হতে পারলেন? তিনি বলেন ঃ ঐ সমস্ত নিদর্শনাবলীর সাহায্যে আমরা জানতে পেরেছি, যা রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের বলে গিয়েছেন। রাবী আসেম তখন হযরত যির ইব্ন হুবায়েশ (রহ)-কে জিজ্ঞাসা করেন ঃ ঐ নিদর্শনাবলী কি? তিনি বলেন ঃ সে রাতের প্রভাতের সূর্য উপরে না উঠা পর্যন্ত তা নিষ্প্রভ থাকবে —(মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٣٧٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِىِّ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُنَيْسٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ فِىْ مَجْلِسِ بَنِىْ سَلَمَةَ وَاَنَا اَصْغَرُهُمْ فَقَالُوْا مَنْ يَسْئَلُ لَنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَذٰلِكَ صَبِيْحَةَ اِحْدٰى

وَعِشْرِيْنَ مِنْ رَمَضَانَ فَخَرَجْتُ فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ قُمْتُ بِبَابِ بَيْتِهِ فَمَرَّ بِيْ فَقَالَ ادْخُلْ فَدَخَلْتُ فَاُتِيَ بِعَشَائِهِ فَرَاَيْتُنِيْ اَكُفُّ عَنْهُ مِنْ قِلَّتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ نَاوِلْنِيْ نَعْلِيْ فَقَامَ فَقُمْتُ مَعَهُ فَقَالَ كَاَنَّ لَكَ حَاجَةً قُلْتُ اَجَلْ اَرْسَلَنِيْ اِلَيْكَ رَهْطٌ مِّنْ بَنِيْ سَلَمَةَ يَسْاَلُوْنَكَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ كَمِ اللَّيْلَةُ فَقُلْتُ اِثْنَتَانِ وَعِشْرُوْنَ قَالَ هِيَ اللَّيْلَةُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ اَوِ الْقَابِلَةُ يُرِيْدُ لَيْلَةَ ثَلٰثٍ وَّعِشْرِيْنَ ـ

১৩৭৯। আহমাদ ইব্‌ন হাফ্‌স (র) ... দুমরাহ্‌ (র) তাঁর পিতা আব্‌দুল্লাহ্‌ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ একদা আমি বনূ সালামার এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম এবং সেখানে আমিই সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলাম। তাঁরা পরামর্শ করেন যে, আমাদের মধ্যেকার কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে 'লায়লাতুল-কদর' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে? এই মজলিস রমযান মাসের ২১ তারিখ সকালে অনুষ্ঠিত হয়। রাবী বলেন ঃ তখন আমি (এটা জিজ্ঞাসার জন্য) বের হই এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে মাগ্‌রিবের নামায আদায় করি। নামায শেষে আমি তাঁর ঘরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হই। তিনি (স) আমার পাশ দিয়ে যাবার সময় বলেনঃ ভিতরে প্রবেশ কর। আমি ভিতরে প্রবেশ করি। এই সময়ে তাঁর সম্মুখে রাতের খাবার হাযির করা হলে খাদ্যের পরিমাণ কম থাকায় আমি কম খেয়েছি। অতঃপর তিনি (স) খাওয়া শেষ করে বলেন ঃ আমার জুতাগুলি দাও। তিনি (স) দণ্ডায়মান হলে আমিও তাঁর সাথে দাঁড়াই। তখন তিনি (স) জিজ্ঞাসা করেন ঃ নিশ্চয় তোমার কোন প্রয়োজন আছে। আমি বলি ঃ বনীসালমার লোকেরা আপনার নিকট 'লায়লাতুল-কদর' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য আমাকে পাঠিয়েছে। তিনি (স) বলেন ঃ আজ কোন্‌ রজনী? আমি বলি ঃ অদ্য রমযানের ২২ তম রাত। তখন তিনি (স) বলেন ঃ আজকের রাত কদরের রাত। অতঃপর তিনি (স) তা প্রত্যাহার করে বলেন ঃ আগামী রাত এবং তিনি (স) এর দ্বারা ২৩ শে রমযানের রাতের প্রতি ইংগিত করেন — (নাসাঈ)।

١٣٨٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُنَيْسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِيْ بَادِيَةً اَكُوْنُ فِيْهَا وَاَنَا اُصَلِّيْ فِيْهَا بِحَمْدِ اللّٰهِ فَمُرْنِيْ بِلَيْلَةٍ اَنْزِلُهَا اِلَى هٰذَا الْمَسْجِدِ فَقَالَ اَنْزِلْ لَيْلَةَ ثَلٰثٍ وَّعِشْرِيْنَ فَقُلْتُ لِاَبِيْهِ فَكَيْفَ كَانَ اَبُوْكَ يَصْنَعُ قَالَ

كَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ اذَا صَلَّى الْعَصْرَ فَلاَ يَخْرُجُ مِنْهُ لِحَاجَةٍ حَتّٰى يُصَلِّىَ الصُّبْحَ فَاِذَا صَلَّى الصُّبْحَ وَجَدَ دَابَّتَهُ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ فَجَلَسَ عَلَيْهَا فَلَحِقَ بِبَادِيَتِهِ -

১৩৮০। আহমাদ ইব্ন ইউনুস (র) ... আব্দুল্লাহ ইব্ন উনায়স (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলি, আমি দূরে বনভূমিতে অবস্থান করি এবং আল্লাহ্র ফযলে সেখানে নামাযও পড়ি। কাজেই আপনি আমাকে কদরের রাত সম্পর্কে বলে দিন, যাতে আমি সে রাতে আপনার মসজিদে এসে ইবাদাত করতে পারি। তখন তিনি (স) বলেন ঃ তুমি ২৩ শে রমযানের রাতে আসবে।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম (র) বলেন ঃ আমি আব্দুল্লার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করি, তোমার পিতা কিরূপ করতেন। তিনি বলেন ঃ আমার পিতা রমযানের (২২ তারিখে) আসরের নামায আদায়ের পর মসজিদে গমন করতেন এবং পরদিন সকাল পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করতেন। অতঃপর তিনি ফজরের নামায আদায়ের পর মসজিদের পাশে রক্ষিত তাঁর বাহনের উপর আরোহণ করে বনভূমিতে প্রত্যাবর্তন করতেন — (মুসলিম)।

١٣٨١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا وُهَيْبٌ نَا اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فِىْ تَاسِعَةٍ تَبْقٰى وَ فِىْ سَابِعَةٍ تَبْقٰى وَفِىْ خَامِسَةٍ تَبْقٰى -

১৩৮১। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন ঃ তোমরা রমযানের শেষ দশ রাতে লায়লাতুল্-কদর অন্বেষণ করবে। তিনি (স) আরো বলেন ঃ তোমরা তার অন্বেষণ কর—রমযানের ৯ দিন বাকী থাকতে, ৭ দিন অবশিষ্ট থাকতে অথবা ৫ দিন বাকী থাকতে — (বুখারী)।

٣٢٥. بَابُ فِيْمَنْ قَالَ لَيْلَةُ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ

৩২৫. অনুচ্ছেদ ঃ যারা বলেন, লায়লাতুল্ কদর একুশের রাতে

١٣٨٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ مِنْ

رَمَضَانَ فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتّٰى اِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ احْدٰى وَعِشْرِيْنَ وَهِىَ اللَّيْلَةُ الَّتِىْ يَخْرُجُ فِيْهَا مِنْ اعْتِكَافِه قَالَ مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِىْ فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ وَقَدْ رَاَيْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اُنْسِيْتُهَا وَقَدْ رَاَيْتُنِىْ اَسْجُدُ مِنْ صَبِيْحَتِهَا فِىْ مَاءٍ وَّطِيْنٍ فَالْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِوَالْتَمِسُوْهَا فِىْ كُلِّ وِتْرٍ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فَمُطِرَتِ السَّمَاءُ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلٰى عَرِيْشٍ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فَاَبْصَرَتْ عَيْنَاىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى جَبْهَتِهِ وَاَنْفِهِ اَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ مِنْ صَبِيْحَةِ احْدٰى وَعِشْرِيْنَ -

১৩৮২। আল্-কানাবী (র) ... আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাধারণত রমযানের মধ্যম দশ দিনে ইতিকাফ করতেন। এরূপে তিনি (স) এক বছর ইতিকাফ করবার সময় রমযানের ২১ শে রাতে, অর্থাৎ যে রাতে তিনি ইতিকাফ শেষ করেন সেদিন তিনি (স) ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি আমার সাথে ইতিকাফে শরীক হয়েছে সে যেন রমযানের শেষ দশ দিন ও ইতিকাফ করে এবং আমি লায়লাতুল-কদর দেখেছি, কিন্তু তা আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি নিজেকে শবে কদরের সকালে কাদামাটির মধ্যে সিজ্‌দা করতে দেখেছি। তোমরা তা (শবে কদর) রমযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতে অন্বেষণ করবে।

রাবী আবু সাঈদ (র) বলেন ঃ উক্ত একুশের রাতে বৃষ্টি হয়েছিল এবং তখন মসজিদের ছাদ খেজুর পাতার থাকায় তাতে পানি পড়েছিল। রাবী আবু সাঈদ (রা) আরো বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর চেহারা মোবারকে, নাকে ও চোখে ২১ তারিখের সকালে কাঁদামাটির চিহ্ন দেখতে পাই — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٣٢٦- بَابٌ اُخَرُ

৩২৬. অনুচ্ছেদঃ অন্য তারিখে শবে ক্বাদার হওয়া সম্পর্কে

١٣٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَا عَبْدُ الْاَعْلٰى نَا سَعِيْدٌ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِالْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَالْتَمِسُوْهَا فِى التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ قَالَ

قُلْتُ يَا اَبَا سَعِيْدٍ اِنَّكُمْ اَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا قَالَ اَجَلْ قُلْتُ مَا التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ قَالَ اِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُوْنَ فَالَّتِىْ تَلِيْهَا التَّاسِعَةُ وَاِذَا مَضٰى ثَلاَثٌ وَعِشْرُوْنَ فَالَّتِىْ تَلِيْهَا السَّابِعَةُ وَاِذَا مَضٰى ثَلاَثٌ وَعِشْرُوْنَ فَالَّتِىْ تَلِيْهَا السَّابِعَةُ وَاِذَا مَضٰى خَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ فَالَّتِىْ تَلِيْهَا الْخَامِسَةُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لاَ اَدْرِىْ اَخَفِىَ عَلَىَّ مِنْهُ شَىْءٌ اَمْ لاَ ـ

১৩৮৩। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র) ... আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা তা (শবে কদর) রমযানের শেষ দশ দিনে অন্বেষণ করবে এবং বিশেষ করে তার নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রজনীতে অন্বেষণ করবে।

আবু নাদর বলেন ঃ তখন আমি বলি, হে আবু সাঈদ! অপনি তো আমাদের চাইতে গণনায় অধিক অভিজ্ঞ। জবাবে তিনি বলেন ঃ হাঁ। (রাবী বলেন ঃ) আমি বলি ঃ নবম, সপ্তম ও পঞ্চম কি? জবাবে তিনি বলেন ঃ নবম রাত হল রমযানের একুশ তারিখের রাত্রি, সপ্তম রাত্রি হল, রমযানের তেইশ তারিখের রাত্রি এবং পঞ্চম রাত্রি হল, রমযানের পঁচিশ তারিখের রাত্রি (এটা অবশিষ্ট দিনের হিসাব মত গণনা)।

ইমাম আবু দাউদ বলেন ঃ এ সম্পর্কে কোন গোপন রহস্য আছে কি না তা আমার জানা নাই — (মুসলিম, নাসাঈ)।

٣٢٧ـ بَابُ مَنْ رَوٰى اَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ

৩২৭. অনুচ্ছেদ ঃ এক বর্ণনায় আছে, শবেকদর সতের তারিখে

١٣٨٤- حَدَّثَنَا حَكِيْمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّىُّ نَا عُبَيْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ اُنَيْسَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُطْلُبُوْهَا لَيْلَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ وَلَيْلَةَ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ وَلَيْلَةَ ثَلْثٍ وَعِشْرِيْنَ ثُمَّ سَكَتَ ـ

১৩৮৪। হাকীম ইবন সায়েফ (র) ... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেনঃ তোমরা তাকে

(শবে কদর) রমযানের সতের, একুশ ও তেইশের রাতে অন্বেষণ কর। অতঃপর তিনি (স) চুপ থাকেন।

٣٢٨- بَابُ مَنْ رَوٰى فِى السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ

৩২৮. অনুচ্ছেদ ঃ শবে কদর রমযানের শেষ সাত দিনে হওয়া সম্পর্কে

١٣٨٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ -

১৩৮৫। আল-কানাবী (র) ... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তোমরা শবে কদরকে রমযানের শেষ সাত দিনের মধ্যে অন্বেষণ কর — (মুসলিম, নাসাঈ)।

٣٢٩- بَابُ مَنْ قَالَ سَبْعَ وَعِشْرُوْنَ

৩২৯. অনুচ্ছেদ ঃ সাতাশে রমযান শবেকদর অনুষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কে

١٣٨٦- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِىْ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّهُ سَمِعَ مُطَرِّفًا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ -

১৩৮৬। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআয (র) ... মুআবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে শবে কদর সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেন ঃ রমযানের সাতাইশ্ তারিখ হল লায়লাতুল্ কদর।

٣٣٠- بَابُ مَنْ قَالَ هِىَ فِىْ كُلِّ رَمَضَانَ

৩৩০. অনুচ্ছেদ ঃ শবে কদর রমযানের যে কোন রাতে হওয়া সম্পর্কে

١٣٨٧- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهَ النَّسَائِىُّ نَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ نَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا

اَسْمَعُ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ هِيَ فِيْ كُلِّ رَمَضَانَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ مَوْقُوْفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ لَمْ يَرْفَعَاهُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

১৩৮৭। হুমায়েদ (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে শবে কদর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার সময় আমি তা শ্রবণ করি। তিনি (স) বলেন ঃ সেটা তো (শবে কদর) রমযানের প্রতিটি রাতের মধ্যে নিহিত আছে (অর্থাৎ এর যে কোন এক রাতে তা নিহিত আছে)।

اَبْوَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ وَتَحْزِيْبِهِ وَتَرْتِيْلِهِ

কুরআন মজীদের কিরাআত, আংশিক বিভক্তি ও তিলাওয়াতের নিয়ম-কানুন সম্পর্কিত অনুচ্ছেসমূহ

٣٣١ـ بَابُ فِيْ كَمْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ

৩৩১. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন মজীদ কত দিনে খতম করতে হবে সে সম্পর্কে

١٣٨٨– حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالاَ نَا اَبَانٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ اقْرَاِ الْقُرْاٰنَ فِيْ شَهْرٍ قَالَ اِنِّيْ اَجِدُ قُوَّةً قَالَ اقْرَأْفِيْ عِشْرِيْنَ قَالَ اِنِّيْ اَجِدُ قُوَّةً قَالَ اقْرَأْ فِيْ خَمْسَ عَشْرَةَ قَالَ اِنِّيْ اَجِدُ قُوَّةً قَالَ اقْرَأْ فِيْ عَشْرٍ قَالَ اِنِّيْ اَجِدُ قُوَّةً قَالَ اِقْرَأْ فِيْ سَبْعٍ وَّلاَ تَزِيْدَنَّ عَلٰى ذٰلِكَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ مُسْلِمٍ اَتَمُّ ـ

১৩৮৮। মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম এবং মূসা ইব্ন ইস্মাঈল (র) ... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ তুমি কুরআন এক মাসে খতম্ করবে। তিনি বলেন ঃ এর চাইতে কম সময়ে খতম্ করার সামর্থ আমার আছে। তখন তিনি (স) বলেন ঃ তবে বিশ্ দিনে খতম করবে। তিনি (ইব্ন আমর) বলেন ঃ এর চাইতেও কম সময়ে আমি তা খতম্ করতে পারি। তিনি

(স) বলেন ঃ তাহলে পনর দিনে খতম করবে। আবার আমি বলি ঃ এর চাইতেও কম সময়ে আমি তা খতম করতে পারি। তিনি (স) বলেন ঃ তবে দশ দিনে খতম করবে। পুনরায় আমি বলি ঃ আমি এর চাইতেও কম সময়ে খতম করতে পারি। তিনি (স) বলেন ঃ তবে সাত দিনে খতম করবে এবং এর চাইতে কম দিনে খতম করবে না —(বুখারী, মুসলিম)।

١٣٨٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَاحَمَّادٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَاقْرَاِ الْقُرْاٰنَ فِي الشَّهْرِ فَنَاقَصْتُنِيْ وَنَاقَصْتُهُ فَقَالَ صُمْ يَوْمًا وَاَفْطِرْ يَوْمًا قَالَ عَطَاءٌ وَاخْتَلَفْنَا عَنْ اَبِيْ فَقَالَ بَعْضُنَا سَبْعَةَ اَيَّامٍ وَقَالَ بَعْضُنَا خَمْسًا ـ

১৩৮৯। সুলায়মান ইব্ন হারব্ (র) ... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন, তুমি প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখবে এবং প্রতি মাসে একবার কুরআন খতম করবে। সময়ের ব্যাপারে তাঁর ও আমার মধ্যে মতভেদ হলে তিনি (স) বলেন, তুমি এক দিন রোযা রাখবে এবং পরদিন ইফ্তার করবে (অর্থাৎ রোযা রাখবে না।)

রাবী আতা বলেন ঃ আমার পিতার সাথে আমাদের এ সম্পর্কে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে যে, কেউ বলেছেন সাত দিনে এবং কেউ বলেছেনপাঁচ দিনে কুরআন খতম করবে।

١٣٩٠- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى نَا عَبْدُ الصَّمَدِ نَا هَمَّامٌ نَا قَتَادَةُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فِيْ كَمْ اَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ قَالَ فِيْ شَهْرٍ قَالَ اِنِّيْ اَقْوٰى مِنْ ذٰلِكَ يُرَدِّدُ الْكَلَامَ اَبُوْ مُوْسٰى وَتَنَاقَصَهُ حَتّٰى قَالَ اِقْرَأْهُ فِيْ سَبْعٍ قَالَ اِنِّيْ اَقْوٰى مِنْ ذٰلِكَ قَالَ لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَهُ فِيْ اَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ ـ

১৩৯০। ইব্নুল মুছান্না (র) ... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি কুরআন কত দিনে খতম করব? তিনি (স) বলেন ঃ এক মাসে। আমি বলি ঃ আমি এর চাইতে কম সময়ে খতম করতে সামর্থ রাখি। অতঃপর তাঁর (স) সাথে আলাপ-আলোচনার পর তিনি (স) এর পরিমাণ কমিয়ে সাত দিনে খতম করতে নির্দেশ দেন। আমি বলি ঃ আমি এর চাইতেও কম সময়ে খতম করতে সক্ষম। তিনি (স)

বলেন ঃ যে ব্যক্তি তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করেছে, সে (কুরআন) হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হয়েছে।

١٣٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَطَّانُ خَالُ عِيْسَى بْنِ شَاذَانَ نَا اَبُوْ دَاوُدَ نَا الْحَرِيْشُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ خَثْيْمَةَ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْرَأِ الْقُرْاٰنَ فِيْ شَهْرٍ قَالَ اِنَّ لِيْ قُوَّةً قَالَ اقْرَأْهُ فِيْ ثَلاَثٍ قَالَ اَبُوْ عَلِيٍّ سَمِعْتُ اَبَا دَاوُدَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ عِيْسَى بْنَ شَاذَانَ كَيِّسٌ -

১৩৯১। মুহাম্মাদ ইব্ন হাফ্স (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন ঃ তুমি এক মাসে কুরআন খতম করবে। আমি বলি ঃ এর চাইতে কম সময়ে খতম করার ক্ষমতা আমার আছে। তিনি (স) বলেন ঃ তবে তিন দিনে খতম করবে।

٣٣٢. بَابُ تَحْزِيْبِ الْقُرْاٰنِ

৩৩২. অনুচ্ছেদ ঃ আল-কুরআনকে পারা ও অংশে ভাগ করে পড়া সম্পর্কে

١٣٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ فَارِسٍ نَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ اَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ قَالَ سَاَلَنِيْ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ فَقَالَ لِيْ فِيْ كَمْ تَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ فَقُلْتُ مَا اُحَزِّبُهُ فَقَالَ لِيْ نَافِعٌ لاَ تَقُلْ مَا اُحَزِّبُهُ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَرَأْتُ جُزْءً مِنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ حَسِبْتُ اَنَّهُ ذَكَرَهُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ -

১৩৯২। মুহাম্মাদ হব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ... ইব্নুল হাদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাফে ইব্ন যুবায়ের ইব্ন মুতইম আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কুরআন কতটুকু পাঠ করেন? আমি বলি ঃ আমি এর নির্দ্ধারিত কিছু অংশ পাঠ করি না।

রাবী বলেন ঃ তখন নাফে আমাকে বলেন ঃ তুমি এ শব্দটি ব্যবহার করো না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আমি কুরআনের জুয. (অংশ বিশেষ) পাঠ করেছি।

١٣٩٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا قُرَّانُ بْنُ تَمَّامٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اَبُوْ خَالِدٍ وَّهٰذَا لَفْظُهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْلٰى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَوْسٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ فِيْ حَدِيْثِهِ اَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ قَالَ قَدِمْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ وَفْدِ ثَقِيْفٍ قَالَ فَنَزَلَتِ الْاَحْلَافُ عَلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَاَنْزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِيْ مَالِكٍ فِيْ قُبَّةٍ لَّهُ قَالَ مُسَدَّدٌ كَانَ فِي الْوَفْدِ الَّذِيْنَ قَدِمُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَقِيْفٍ قَالَ كَانَ كُلَّ لَيْلَةٍ يَاْتِيْنَا بَعْدَ الْعِشَاءِ يُحَدِّثُنَا قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ قَائِمًا عَلٰى رِجْلَيْهِ حَتّٰى يُرَاوِحَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ مِنْ طُوْلِ الْقِيَامِ وَاَكْثَرُ مَا يُحَدِّثُنَا مَا لَقِيَ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ قُرَيْشٍ ثُمَّ يَقُوْلُ لَا سَوَاءً كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ مُسْتَذَلِّيْنَ قَالَ مُسَدَّدٌ بِمَكَّةَ فَلَمَّا خَرَجْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ كَانَتْ سِجَالُ الْحَرْبِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ نُدَالُ عَلَيْهِمْ وَيُدَالُوْنَ عَلَيْنَا فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ اَبْطَاءَ عِنْدَ الْوَقْتِ الَّذِيْ كَانَ يَاْتِيْنَا فِيْهِ فَقُلْنَا لَقَدْ اَبْطَاْتَ عَنَّا اللَّيْلَةَ قَالَ اِنَّهُ طَرَءَ عَلَيَّ حِزْبِيْ (جُزْئِيْ) مِنَ الْقُرْاٰنِ فَكَرِهْتُ اَنْ اَجِيْءَ حَتّٰى اَتِمَّهُ قَالَ اَوْسٌ سَاَلْتُ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تُحَزِّبُوْنَ الْقُرْاٰنَ قَالُوْا ثَلٰثٌ وَّخَمْسٌ وَّسَبْعٌ وَّتِسْعٌ وَّاِحْدٰى عَشْرَةَ وَثَلٰثَ عَشْرَةَ وَحِزْبَ الْمُفَصَّلِ وَحْدَهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ اَبِيْ سَعِيْدٍ اَتَمُّ -

১৩৯৩। মুসাদ্দাদ এবং আবদুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) ... আওস ইব্ন হুযায়ফা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমরা বনী ছাকীফ, যাদের সাথে চুক্তি হয়েছিল, গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হই। তারা মুগীরা ইব্ন শোবা (রা) – বাড়িতে উঠেন। আর রাসূলুল্লাহ (স) মালেক গোত্রের লোকদের তাঁর একটি প্রকোষ্ঠে স্থান দেন।

রাবী মুসাদ্দাদের বর্ণনায় অছে ঃ রাসূলুল্লাহ (স)–এর খিদমতে বনী ছাকীফের যে প্রতিনিধি দল এসেছিল, তাদের মধ্যে আওস্ ইব্ন হুযায়ফাও ছিলেন। রাবী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) প্রত্যহ ইশার নামায আদায়ের পর উক্ত প্রকোষ্ঠে (আবাসস্থানে) গমন করে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কথাবার্তা বলতেন। রাবী আবু সাঈদ (রা) বলেন ঃ তিনি (স)

তাদেরকে দীর্ঘক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে ইরশাদ করার সময় একবার এক পায়ের উপর ভর করতেন এবং পুনরায় অন্য পায়ের উপর। এবং তিনি (স) তাঁর বক্তব্যে কুরায়েশদের সাথে সম্পর্কিত ব্যাপার নিয়ে অধিকাংশ সময় আলোচনা করতেন। অতঃপর তিনি (স) বলতেন ঃ মক্কাতে অবস্থানকালে আমরা তাদের সমকক্ষ ছিলাম না, বরং দুর্বল ও অসহায় ছিলাম। অতঃপর মদীনাতে আগমনের পর যুদ্ধে কখনও আমরা বিজয়ী হয়েছি এবং কখনও তারা জয়ী হয়েছে। একদা রজনীতে তিনি (স) আমাদের নিকট আসতে নির্দ্ধারিত সময়ের চাইতে কিছু বিলম্ব করেন। তখন আমরা তাঁকে বলি ঃ আজ আপনি বিলম্বে এসেছেন। তিনি (স) বলেনঃ অদ্য কুরআন তিলাওয়াতের সময় তার কিছু অংশ পড়তে বাকি ছিল যা সমাপ্ত না করে আমি আসতে পছন্দ করি নাই।

রাবা আওস বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করি ঃ আপনারা কুরআন পাঠের জন্য কিরূপে বাছাই করেন? তখন তাঁরা বলেন ঃ আমরা প্রথম অংশ তিন সূরা (বাকারা–নিসা), দ্বিতীয় অংশ পাঁচ সূরা (মাইদা–তওবা), তৃতীয় অংশ সাত সূরা (ইউনুশ–নাহল), চতুর্থ অংশ নয় সূরা (ইসরা–ফুরকান), পঞ্চম অংশ এগার সূরা (শুআরা–ইয়াসীন), ষষ্ঠ অংশ তের সূরা (সাফফাত–হুজুরাত) এবং সপ্তম অংশ মুফাস্সালের (সূরা কাফ হতে সূরা নাস পর্যন্ত) সূরাগুলি পাঠ করি (অর্থাৎ আমরা সাত দিনে কুরআন খতম করে থাকি) —(ইব্ন মাজা)।

١٣٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْهَالِ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِي الْعَلاَءِ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فِىْ اَقَلَّ مِنْ ثَلٰثٍ ـ

১৩৯৪। মুহাম্মাদ ইবনুল মিন্হাল (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি তিন দিনের কম সময়ে কুরআন শরীফ খতম করে, সে তার কিছুই অনুধাবন করতে সক্ষম হয় না — (তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٣٩٥- حَدَّثَنَا نُوْحُ بْنُ حَبِيْبٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّهُ سَاَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ كَمْ يُقْرَأُ الْقُرْاٰنَ قَالَ فِىْ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ قَالَ فِىْ شَهْرٍ ثُمَّ قَالَ فِىْ عِشْرِيْنَ ثُمَّ قَالَ فِىْ خَمْسَ عَشْرَةَ ثُمَّ قَالَ فِىْ عَشْرَةٍ ثُمَّ قَالَ فِىْ سَبْعٍ لَمْ يَنْزِلْ مِنْ سَبْعٍ ـ

১৩৯৫। নূহ্ ইব্ন হাবীব (র) ... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন যে ঃ কুরআন কত দিনে খতম করা উচিত। তিনি (স) বলেন ঃ চল্লিশ দিনে, অতঃপর বলেন, এক মাসে। পরে তিনি (স) বলেন ঃ বিশ দিনে। অতঃপর তিনি (স) পনের দিন, দশ দিন ও সাত দিনের কথা উল্লেখ করেন এবং সাত দিনের আর কম করেননি — (তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٣٩٦- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوْسٰى نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ قَالاَ اَتٰى ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَجُلٌ فَقَالَ اِنِّيْ اَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِيْ رَكْعَةٍ فَقَالَ اَهَذًا كَهَذِّ الشِّعْرِ وَنَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَلِ لٰكِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ السُّوْرَتَيْنِ فِيْ رَكْعَةٍ النَّجْمَ وَالرَّحْمٰنَ فِيْ رَكْعَةٍ وَاقْتَرَبَتِ وَالْحَاقَّةُ فِيْ رَكْعَةٍ وَالطُّوْرِ وَالذَّارِيَاتِ فِيْ رَكْعَةٍ اِذَا وَقَعَتِ وَنُوْنٌ فِيْ رَكْعَةٍ وَسَاَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِيْ رَكْعَةٍ وَوَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ وَعَبَسَ فِيْ رَكْعَةٍ وَالْمُدَّثِّرُ وَالْمُزَّمِّلُ فِيْ رَكْعَةٍ وَهَلْ اَتٰى وَلَآ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فِيْ رَكْعَةٍ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ وَالْمُرْسَلٰتِ فِيْ رَكْعَةٍ وَالدُّخَانَ وَاِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِيْ رَكْعَةٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا تَالِيْفُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ ـ

১৩৯৬। আব্বাদ ইব্ন মূসা (র) ... আল্কামা ও আস্ওয়াদ (র) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, একদা ইব্ন মাস্উদ (রা)-র খিদমতে এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বলেন, আমি মুফাস্সালের (সূরা হুজুরাত হতে নাস পর্যন্ত) সূরাগুলো নামাযের একই রাকাতে তেলাওয়াত করি। ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ এটা (অতি দ্রুত তিলাওয়াত) কবিতা পাঠের অনুরূপ অথবা গাছ থেকে শুকনো খেজুর পতিত হওয়ার অনুরূপ। তিনি আরো বলেন ঃ অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একই সমান দীর্ঘ দুটি সূরা এক রাকাতে তিলাওয়াত করতেন। যথা ঃ সূরা আন-নাজ্ম ও আর্-রহমানকে এক রাকাতে, সূরা ইক্তারাবাত ও আল্-হাক্কাহ্-কে এক রাকাতে, সূরা তূর ও আল্-যারিয়াত-কে এক রাকাতে, সূরা ইযা ওকাআত্ এবং নূন-কে এক রাকাতে, সূরা সাআলা সাইলুন্ ও আন্-নাযিআত্-কে এক রাকাতে, সূরা ওয়াইলুল-লিল মুতাফ্ফিফীন ও আবাসাহ্-কে এক রাকাতে, সূরা মুদ্দাছ্ছির ও মুয্যাম্মিলকে এক রাকাতে, সূরা হাল্ আতা এবং লা-উক্সিমু বি-য়াওমিল্ কিয়ামাহ্-কে এক রাকাতে, সূরা আম্মা য়াতাসাআলূনা ও আল-মুরসালাত-কে এক রাকাতে, সূরা দোখান এবং ইযাশ্-শাম্সু কুওবিরাত-কে এক রাকাতে পড়তেন। ইমাম আবু দাউদ বলেন ঃ এই তরতীব (বিন্যাস) ইব্ন মাসউদ (রা)-র —(মুসলিম)।

١٣٩٧- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا مَسْعُوْدٍ وَهُوَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْاٰيَتَيْنِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِى لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ -

১৩৯৭। হাফ্স ইব্ন উমার (র) ... আব্দুর রহমান ইব্ন য়াযীদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত আবু মাসউদ্ (রা)-কে বায়তুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফকালে কুরআন পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার শেষ আয়াত দুটি তিলাওয়াত করবে, এটা তার জন্য যথেষ্ট হবে — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٣٩٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَا عَمْرٌو اَنَّ اَبَا سَوِيَّةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ حُجَيْرَةَ يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَامَ بِعَشْرِ اٰيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ وَمَنْ قَامَ بِمِائَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ وَمَنْ قَامَ بِاَلْفِ اٰيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطَرِيْنَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ ابْنُ حُجَيْرَةَ الْاَصْغَرُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُجَيْرَةَ -

১৩৯৮। আহমাদ ইব্ন সালেহ (র) ... আমর ইব্নুল আস (রা)-র পুত্র আব্দুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতের নামাযে দণ্ডায়মান হয়ে দশ আয়াত পরিমাণ পাঠ করবে, সে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর যে ব্যক্তি রাতে একশত আয়াত তিলাওয়াত করবে, তার নাম অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং যে ব্যক্তি এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করবে, তাকে অশেষ ছওয়াব প্রাপ্তদের মধ্যে তালিকাভুক্ত করা হবে।

١٣٩٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى الْبَلْخِىُّ وَهَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ نَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ اَيُّوْبَ حَدَّثَنِىْ عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِىُّ عَنْ عِيْسَى بْنِ هِلاَلٍ الصَّدَفِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ اَتَى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَقْرِئْنِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اقْرَأْ ثَلاَثًا مِّنْ ذَوَاتِ الرَّاءِ فَقَالَ كَبُرَتْ سِنِّىْ وَاشْتَدَّ قَلْبِىْ وَغَلُظَ لِسَانِىْ قَالَ فَاقْرَأْ ثَلاَثًا مِّنْ ذَوَاتِ حٰمٓ فَقَالَ مِثْلَ

مَقَالَتِه فَقَالَ اِقْرَأْ ثَلاَثًا مِنَ الْمُسَبِّحَاتِ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِه فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَقْرِأْنِىْ سُوْرَةً جَامِعَةً فَاَقْرَاَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ حَتّٰى فَرَغَ مِنْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ اَزِيْدُ عَلَيْهَا اَبَدًا ثُمَّ اَدْبَرَ الرَّجُلُ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْلَحَ الرُّوَيْجِلُ مَرَّتَيْنِ ـ

১৩৯৯। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মূসা (র) ... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! আমাকে কুরআন পাঠ শিক্ষা দিন। তিনি (স) বলেন ঃ তুমি (প্রথমে) 'রা' বিশিষ্ট তিনটি সূরা পাঠ করবে (যথা সূরা ইউনুস, হূদ, ইউসুফ ইত্যাদি)। তখন সে ব্যক্তি বলল ঃ আমি বৃদ্ধ হয়েছি, আমার স্মরণশক্তি লোপ পেয়েছে এবং জিহ্বা ভারী হয়ে গেছে। তখন তিনি (স) বলেন ঃ (যদি তুমি এগুলি তিলাওয়াত করতে অক্ষম হও) তবে হা-মিম সম্বলিত তিনটি সূরা তিলাওয়াত করবে। সে ব্যক্তি পূর্বের ন্যায় উক্তি করে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তাহলে তুমি যে সমস্ত সূরার প্রথমে সাব্বাহা বা য়ুসাব্বিহু অনুরূপ শব্দ আছে, সেই সূরাগুলি পাঠ করবে। তখনও ঐ ব্যক্তি পূর্বের ন্যায় উক্তি করে বলেঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাকে এমন একটি সূরা শিক্ষা দিন যা জামেআহ বা স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি (স) তাঁকে সূরা ইযা যুলযিলাতিল্ আরদু শেষ পর্যন্ত শিক্ষা দেন। তখন সেই লোকটি বলে ঃ আল্লাহ্র শপথ! যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন; আমি তার অতিরিক্ত কিছুই করব না। লোকটি চলে গেলে তিনি (স) ইরশাদ করেন ঃ সে ব্যক্তিটি কামিয়াব হয়েছে, কামিয়াব হয়েছে — (নাসাঈ)।

٣٣٣ـ بَابُ فِىْ عَدَدِ الْاٰىِ

৩৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ আয়াতের সংখ্যা সম্পর্কে

١٤٠٠ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ اَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبَّاسٍ الْجُشَمِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُوْرَةٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ ثَلاَثُوْنَ اٰيَةً تَشْفَعُ لِصَاحِبِهَا حَتّٰى غُفِرَ لَهُ تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ـ

১৪০০। আমর ইব্ন মারযূক্ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন ঃ কুরআনের ত্রিশটি আয়াত বিশিষ্ট সূরা তাবারাকাল্লাযী (অর্থাৎ সূরা আল-মুলক) তিলাওয়াতকারীর জন্য সুফারিশ করবে। এমনকি তাকে মাফ

করে দেয়া হবে (অর্থাৎ যে ব্যক্তি সূরা তাবারাকাল্লাযী তিলাওয়াত করবে, এটা তার জন্য সুফারিশকারী হবে) — (তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

بَابُ تَفْرِيْعِ اَبْوَابِ السُّجُوْدِ

তিলাওয়াতের সিজদা সম্পর্কিত অনুচ্ছেদসমূহ

٣٣٤- كَمْ سَجْدَةً فِى الْقُرْاٰنِ

৩৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন মজীদে তিলাওয়াতের সিজদা কয়টি?

١٤٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ بْنِ الْبَرْقِيِّ نَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ اَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سَعِيْدٍ الْعُتَقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ (مُنَيْنٍ) مُتَيْنٍ مِّنْ بَنِىْ عَبْدِ كَلاَلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْرَاَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِى الْقُرْاٰنِ مِنْهَا ثَلاَثٌ فِى الْمُفَصَّلِ وَفِىْ سُوْرَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رُوِىَ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْدٰى عَشْرَةَ سَجْدَةً وَاِسْنَادُهُ وَاهٍ ـ

১৪০১। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুর রহীম (র) ... আমর ইব্‌নুল আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে কুরআনের মধ্যে পনেরটি সিজ্‌দা আছে বলে শিক্ষা দিয়েছেন। এর তিনটি মুফাস্‌সালের মধ্যে (সূরা নাজম, ইন্‌শিকাক্‌ ও আলাক), সূরা হজ্জের মধ্যে দুটি (তবে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী একটি) - (ইব্‌ন মাজা)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন ঃ আবু দার্‌দা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে এগারটি সিজ্‌দার বিষয় উল্লেখ করেছেন। তবে এর সনদ সুবিধাজনক নয়।

١٤٠٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى ابْنُ لَهِيْعَةَ اَنَّ مُشْرَحَ بْنَ هَاعَانَ اَبَا الْمُصْعَبِ حَدَّثَهُ اَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ حَدَّثَهُ قَالَ قُلْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سُوْرَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ قَالَ نَعَمْ وَمَنْ لَّمْ يَسْجُدْهُمَا فَلاَ يَقْرَاْهُمَا ـ

১৪০২। আহমাদ ইব্‌ন আমর (র) ... উক্‌বা ইব্‌ন আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলি যে, সূরা হজ্জের মধ্যে দুটি সিজ্‌দা আছে? তিনি (স) বলেন ঃ হাঁ। যে এই দুটি সিজদা আদায় করে না সে যেন এই সূরা তিলাওয়াত না করে — (তিরমিযথ)।

٣٣٥- بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ السُّجُوْدَ فِى الْمُفَصَّلِ

৩৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ ছোট ছোট সূরার (মুফাস্‌সালের) মধ্যে সিজদা না থাকা সম্পর্কে

١٤٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا اَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ مُحَمَّدٌ رَاَيْتُهُ بِمَكَّةَ نَا اَبُوْ قُدَامَةَ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْجُدْ فِيْ شَيْءٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ -

১৪০৩। মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফে (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনায় আসার পর মুফাস্‌সালের কোন আয়াত পাঠের পর সিজ্‌দা করেন নাই ।

١٤٠٤- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ نَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيْهَا -

১৪০৪। হান্নাদ ইব্‌নুস সারী (র) ... ইয়াযীদ ইব্‌ন ছাবিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্মুখে 'সূরা নাজম' পাঠ করি। তিনি (স) এই সূরা পাঠের পর সিজদা করেন নাই —(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٤٠٥- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ نَا اَبُوْ صَخْرٍ عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَانَ زَيْدٌ الْاِمَامَ فَلَمْ يَسْجُدْ -

১৪০৫। ইব্‌নুস সারহ (র) ... খারিজাহ্‌ ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন ছাবিত (রা) তাঁর পিতা হতে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা

করেছেন। ইমাম আবু দাউদ বলেন ঃ যায়েদ ইব্ন ছাবিত (রা) ইমাম ছিলেন এবং তিনি সিজ্‌দা করেন নাই —(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

٢٣٦- بَابُ مَنْ رَأٰى فِيْهَا سُجُوْدًا

৩৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ যারা তাতে সিজ্‌দা আছে বলে মনে করেন

١٤٠٦- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ سُوْرَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ بِهَا وَمَا بَقِىَ اَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ اِلاَّ سَجَدَ فَاَخَذَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ كَفًّا مِّنْ حَصًى اَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ اِلٰى وَجْهِهِ وَقَالَ يَكْفِيْنِىْ هٰذَا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ قُتِلَ كَافِرًا -

১৪০৬। হাফ্‌স ইব্‌ন উমার (র) ... আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূরা নাজ্‌ম পাঠ করেন এবং সিজ্‌দার আয়াত পাঠের পর সকলেই সিজ্‌দা করেন। কিন্তু এক ব্যক্তি সিজ্‌দা না করে স্বীয় হস্তে এক মুষ্টি মাটি বা কংকর নিয়ে নিজের কপাল পর্যন্ত উত্তোলন করে বলে, এটাই আমার জন্য যথেষ্ট। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, আমি উক্ত ব্যক্তিকে কুফ্‌রী অবস্থায় মারা যেতে দেখেছি -- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

٢٣٧- بَابُ السُّجُوْدِ فِىْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاِقْرَأْ

৩৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ সূরা ইক্‌রা ও ইযাস্ সামাউ ইন্‌শাক্‌কাত পাঠের পর সিজ্‌দা সম্পর্কে

١٤٠٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِيْنَاءَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ -

১৪০৭। মুসাদ্দাদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সূরা ইযাস্-সামাউ ইন্‌শাক্‌কাত ও ইক্‌রা বিস্‌মি রব্বিকাল্লাযী খালাকা পাঠের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে সিজ্‌দা আদায় করেছি -- (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٤٠٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ قَالَ نَا بَكْرٌ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فَقُلْتُ مَا هٰذِهِ السَّجْدَةُ قَالَ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ اَبِى الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ اَزَلَ اَسْجُدُ بِهَا حَتّٰى اَلْقَاهُ ـ

১৪০৮। মুসাদ্দাদ (র) ... আবু রাফে (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আবু হুরায়রা (রা)-র সাথে ইশার নামায আদায় করি। ঐ সময় তিনি সূরা ইযাস্-সামাউ ইন-শাক্কাত তিলাওয়াতের পর সিজ্দা (তিলাওয়াতের) আদায় করেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, এটা কিসের সিজ্দা ? তিনি বলেন, আমি এই সিজ্দা আবুল কাসেম (মুহাম্মদ (স))-এর পশ্চাতে আদায় করেছি এবং এটা আমি মৃত্যু পর্যন্ত আদায় করতে থাকব -- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

٣٣٨- بَابُ السُّجُوْدِ فِىْ صٓ

৩৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ সূরা সাদ-এ সিজদা সম্পর্কে

١٤٠٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا وُهَيْبٌ نَا اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ صٓ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُوْدِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيْهَا ـ

১৪০৯। মূসা ইব্ন ইস্মাঈল (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা সাদ-এর মধ্যে যে সিজ্দাটি আছে তা ফরয নয়। তবে আমি একে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আদায় করতে দেখেছি -- (বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٤١٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ هِلاَلٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ سَرْحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ قَالَ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ صٓ فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمٌ اٰخَرُ قَرَأَهَا فَلَمَّا بَلَغَ

السَّجْدَةَ تَشَزَّنَ النَّاسُ لِلسُّجُوْدِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ وَلٰكِنِّيْ رَأَيْتُكُمْ تَشَزَّنْتُمْ لِلسُّجُوْدِ فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدُوْا ـ

১৪১০। আহমাদ ইবন সালেহ (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর অবস্থান কালে সূরা সাদ তিলাওয়াত করেন। তিনি (স) সিজ্‌দার আয়াতে পৌঁছে মিম্বর হতে অবতরণ করে সিজ্‌দা আদায় করেন। ঐ সময় লোকেরাও তাঁর সাথে সিজ্‌দা আদায় করে। অতঃপর দ্বিতীয় দিনও তিনি (স) উক্ত সূরা পাঠ করেন এবং যখন সিজ্‌দার আয়াতের নিকটবর্তী হন, তখন লোকেরা সিজ্‌দার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। এমতাবস্থায় তিনি (স) বলেন ঃ এটা নবীর জন্য তওবাস্বরূপ। অথচ আমি তোমাদেরকে এর জন্য সিজ্‌দা দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নিতে দেখছি। অতঃপর তিনি (স) মিম্বরের উপর হতে অবতরণ করে লোকদের নিয়ে সিজ্‌দা করেন।

٣٣٩- بَابُ فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ

৩৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ যানবাহণের উপর আরোহী থাকাবস্থায় সিজ্‌দার আয়াত শুনলে

١٤١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ اَبُو الْجَمَاهِرِ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةً فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْهُمُ الرَّاكِبُ وَالسَّاجِدُ فِي الْاَرْضِ حَتّٰى اِنَّ الرَّاكِبَ لَيَسْجُدُ عَلٰى يَدِهِ ـ

১৪১১। মুহাম্মাদ ইবন উছমান (র) ... ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়কালীন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সিজ্‌দার আয়াত তিলাওয়াত করলে উপস্থিত সকলে সিজ্‌দা আদায় করেন। ঐ সময় যারা যানবাহনের উপর সওয়ার ছিলেন, তারা স্ব স্ব হাতের উপর সিজ্‌দা করেন এবং অন্যান্যরা যমীনের উপর সিজ্‌দা করেন।

١٤١٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ح وَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِيْ شُعَيْبٍ نَا ابْنُ نُمَيْرٍ الْمَعْنٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّوْرَةَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِىْ غَيْرِ الصَّلٰوةِ ثُمَّ اتَّفَقَا فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتّٰى لاَ يَجِدَ اَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ ـ

১৪১২। আহমাদ ইবন হাম্বল ও আহমাদ ইবন আবু শোআয়েব (র) ... ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট সূরা পাঠ করতেন। রাবী ইবন নুমায়েব বলেন, এটা ছিল নামাযের বাইরে। অতঃপর রাবীদ্বয় একমত হয়ে বলেন, তিনি (স) সিজ্‌দার আয়াত পাঠের পর সিজ্‌দা করতেন এবং আমরাও তাঁর সাথে সিজ্‌দা আদায় করতাম। ঐ সময় লোকের ভীড়ের কারণে অনেকেই সিজ্‌দা দেয়ার স্থান পেত না -- (বুখারী, মুসলিম)।

١٤١٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ الرَّازِىُّ اَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْاٰنَ فَاِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ كَانَ الثَّوْرِىُّ يُعْجِبُهُ هٰذَا الْحَدِيْثَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ يُعْجِبُهُ لاَنَّهُ كَبَّرَ ـ

১৪১৩। আহ্‌মাদ ইবনুল ফুরাত (র) ... ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিকট কুরআন তিলাওয়াতের সময় যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সিজ্‌দার আয়াত পাঠ করতেন, তখন তিনি (স) আল্লাহু আকবার বলে সিজ্‌দায় যেতেন এবং আমরাও সিজ্‌দা করতাম। আবদুর রাযযাক (র) বলেন, সুফিয়ান সাওরী (র) এই হাদীস খুবই পছন্দ করতেন। কারণ এতে তাকবীরের কথা উল্লেখ আছে।

٢٤٠. بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا سَجَدَ

৩৪০. অনুচ্ছেদ ঃ সিজ্‌দার মধ্যে কি বলবে ?

١٤١٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اِسْمٰعِيْلُ نَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ بِاللَّيْلِ يَقُوْلُ فِى السَّجْدَةِ مِرَارًا سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ ـ

১৪১৪। মুসাদ্দাদ (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতে তিলাওয়াতের সিজ্‌দা আদায়কালে পুনঃ পুনঃ বলতেন ঃ আমার

মস্তক তাঁরই নিকট অবনত, যিনি একে সৃষ্টি করেছেন এবং চক্ষু ও কর্ণকে (দর্শন ও শ্রবণ শক্তির দ্বারা) বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করেছেন, তিনিই সমস্ত শক্তি ও সামর্থের একমাত্র আধার – – (তিরমিযী, নাসাঈ)।

٣٤١. بَابُ فِىْ مَنْ يَّقْرَأُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ

৩৪১. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের নামাযের পর সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলে

١٤١٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ نَا اَبُوْ بَحْرٍ نَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ نَا اَبُوْ تُمَيْمَةَ الْهُجَيْمِىُّ قَالَ لَمَّا بَعَثَنَا الرَّكْبَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِىْ اِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ كُنْتُ اَقُصُّ بَعْدَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ فَاَسْجُدُ فِيْهَا فَنَهَانِى ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ اَنْتَهِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ اِنِّىْ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ اَبِىْ بَكْرٍ وَّعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ يَسْجُدُوْا حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ـ

১৪১৫। আবদুল্লাহ্ ইবনুস সাব্বাহ (র) ... আবু তুমায়মা হুজায়মী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা কাফেলার সাথে মদীনায় আসি তখন আমি ফজরের নামাযের পর লোকদেরকে নসীহত করতাম। এই সময় সিজ্দার আয়াত তিলাওয়াত করলে আমি সিজ্দা আদায় করতাম। ইব্ন উমার (রা) আমাকে এরূপ করতে তিনবার নিষেধ করেন। আমি তাঁর কথায় কর্ণপাত না করায় তিনি পুনরায় আমাকে নিষেধ করে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স), আ বাক্র (রা), উমার (রা) ও উছ্মান (রা)-র পশ্চাতে নামায আদায় করেছি। কিন্তু তাঁরা সূর্যোদয়ের পূর্বে সিজ্দায়ে তিলাওয়াত আদায় করতেন না।[১]

بَابُ تَفْرِيْعِ اَبْوَابِ الْوِتْرِ

বিতির সম্পর্কীয় অনুচ্ছেদসমূহ

٣٤٢. بَابُ اِسْتِحْبَابِ الْوِتْرِ

৩৪২. অনুচ্ছেদ ঃ বিতিরের নামায সুন্নাত

١٤١٦- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى نَا عِيْسٰى عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ

(১) হানাফী মাযহাব অনুসারে ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং আসরের নামাযের পর মাগ্রিবের পূর্বে তিলাওয়াতের সিজ্দা আদায় করা জায়েয — (অনুবাদক)।

عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَااَهْلَ الْقُرْاٰنِ اَوْتِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ ـ

১৪১৬। ইবরাহীম (র) ... আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ হে কুরআনের অনুসারীগণ! তোমরা বিতিরের নামায আদায় কর। কেননা আল্লাহ তাআলা বেজোড় (একক), কাজেই তিনি বেজোড় (বিতির)-কে ভালবাসেন -- (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

١٤١٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا اَبُوْ حَفْصٍ الْاَبَّارُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ زَادَ قَالَ اَعْرَابِىٌّ مَا تَقُوْلُ قَالَ لَيْسَ لَكَ وَلَا لِاَصْحَابِكَ ـ

১৪১৭। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) ... আবদুল্লাহ (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতটুকু বেশী আছে যে, আবদুল্লাহ (রা) এ হাদীস বর্ণনা করলে এক বেদুইন বলে, আপনি কি বলেছেন? জবাবে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, এটা তোমার ও তোমার সাথীদের জন্য প্রযোজ্য নয় -- (ইবন মাজা)।

١٤١٨- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ الْمَعْنٰى قَالاَ نَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَاشِدٍ الزَّوْفِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُرَّةَ الزَّوْفِىِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ قَالَ اَبُو الْوَلِيْدِ الْعَدَوِىُّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ اَمَدَّكُمْ بِالصَّلٰوةِ هِىَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهِىَ الْوِتْرُ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيْهَا بَيْنَ الْعِشَاءِ اِلٰى طُلُوْعِ الْفَجْرِ ـ

১৪১৮। আবুল ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী (র) ... খারিজা ইবন হুযাফা আল-আদাবী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এসে বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য লাল বর্ণের ঘোড়ার চাইতেও উত্তম একটি নামায নির্ধারিত করেছেন এবং এটাই হল বিতির। এই নামাযের আদায়কাল হল ইশার নামাযের পর হতে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত -- (তিরমিযী, ইবন মাজা)।

٣٤٣. بَابُ فِيْ مَنْ لَمْ يُوْتِرْ

৩৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ বিতিরের নামায আদায় না করলে তার শাস্তি

١٤١٩- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى نَا اَبُوْ اِسْحٰقَ الطَّالَقَانِيُّ نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْعَتَكِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَّمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا ـ

১৪১৯। ইবনুল মুছান্না (র) ... হযরত আবদুল্লাহ ইবন বুরায়দা (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ বিতিরের নামায হক (সত্য)। যে ব্যক্তি এটা আদায় করবে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। এই উক্তিটি তিনি (স) তিনবার করেন।

١٤٢٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى بْنِ حَبَّانَ عَنْ اَبِيْ مُحَيْرِيْزٍ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ بَنِيْ كِنَانَةَ يُدْعٰى الْمَخْدَجِيُّ سَمِعَ رَجُلاً بِالشَّامِ يُدْعٰى اَبَا مُحَمَّدٍ يَقُوْلُ اِنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ قَالَ الْمَخْدَجِيُّ فَرُحْتُ اِلٰى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ عُبَادَةُ كَذَبَ اَبُوْ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللّٰهُ عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اِسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدٌ اَنْ يُّدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَّمْ يَاْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدٌ اِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَاِنْ شَاءَ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ ـ

১৪২০। আল্-কানাবী (র) ... আবু মুহাম্মাদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিতিরের নামায ওয়াজিব। রাবী মাখ্দাজী বলেন, তখন আমি উবাদা ইবনুস সামিত (র)-র নিকট উপস্থিত হয়ে বলি যে, আবু মুহাম্মাদ এরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আবু মুহাম্মাদ ভুল করেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি তা সঠিকভাবে আদায় করবে এবং অলসতাহেতু তার কিছুই পরিত্যাগ করবে না, আল্লাহ তাআলা তাকে

জান্নাতে প্রবেশ করাবার জন্য অংগীকার করেছেন। আর যে ব্যক্তি তা (সঠিকভাবে) আদায় করবে না, তাঁর জন্য আল্লাহর নিকট কোন অংগীকার নাই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি প্রদান করবেন এবং ইচ্ছা করলে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন -- (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٣٤٤. بَابُ كَمِ الْوِتْرُ

৩৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ বিতিরের নামায কয় রাকাত

١٤٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ اَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ سَاَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ فَقَالَ بِاِصْبَعَيْهِ هٰكَذَا مَثْنٰى مَثْنٰى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِّنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ ـ

১৪২১। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর (র) ... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে রারে নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তিনি (স) তাঁর আংগুল দ্বারা ইশারা করে বলেন ঃ দুই, দুই এবং শেষ রাতে এক রাকাত বিতির (অর্থাৎ দুই ও এক রাকাত, মোট তিন রাকাত বিতির) -- (মুসলিম, নাসাঈ)।

١٤٢٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمُبَارَكِ نَا قُرَيْشُ بْنُ حَبَّانَ الْعَجَلِيُّ نَا بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوِتْرُ حَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّوْتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّوْتِرَ بِثَلاَثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّوْتِرَ وَاحِدَةً فَلْيَفْعَلْ ـ

১৪২২। আব্দুর রহমান ইব্‌নুল মোবারক (র) ... আবু আয়্যুব আন্‌সারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ বিতিরের নামায প্রত্যেক মুসলমানের জন্য হ । যে ব্যক্তি তাকে পাঁচ রাকাত আদায় করতে চায়, সে পাঁচ রাকাত আদায় করবে; যে ব্যক্তি তিন রাকাত আদায়ের ইচ্ছা করে, সে ঐরূপ করবে এবং যে ব্যক্তি এক রাকাত আদায় করতে চায়, সে এক রাকাত আদায় করবে। -- (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।[১]

---

(১) হানাফী মাযহাব মতে, বিতিরের নামায তিন রাকাত ওয়াজিব — (অনুবাদক) ।

٣٤٥. بَابُ مَا يُقْرَأُ فِى الْوِتْرِ

৩৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ বিতিরের নামাযে কিরাআত

١٤٢٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا اَبُوْ حَفْصٍ الْاَبَّارُ ح وَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَنَسٍ وَهٰذَا لَفْظُهُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ وَزُبَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَاللّٰهِ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ـ

১৪২৩। উছমান্ ইব্ন আবু শায়বা (র) এবং ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র) ... উবাই ইব্ন কাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিতিরের নামাযে সূরা সাব্বিহ্ ইস্মা রব্বিকাল আলা, কুল ইয়া আয়ুওহাল্ কাফিরূন এবং সূরা ইখলাস পাঠ করতেন -- (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٤٢٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ شُعَيْبٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ نَا خُصَيْفٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَىِّ شَىْءٍ كَانَ يُوْتِرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ وَفِى الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ ـ

১৪২৪। আহমাদ ইব্ন আবু শোআয়েব (র) ... আব্দুল আযীয ইব্ন জুরায়জ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিতিরের নামাযে কোন্ সূরা পড়তেন? উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ ... রাবী বলেন, তিনি (স) তৃতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস, নাস্ ও ফালাক পাঠ করতেন -- (তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

٣٤٦. بَابُ الْقُنُوْتِ فِى الْوِتْرِ

৩৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ বিতিরের নামাযে দু'আ কুনূত পাঠ সম্পর্কে

١٤٢٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ اَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنَفِىُّ قَالاَ نَا اَبُو الْاَحْوَصِ

عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ اَبِى الْحَوْرَاءِ قَالَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ اَقُوْلُهُنَّ فِى الْوِتْرِ قَالَ ابْنُ جَوَّاسٍ فِىْ قُنُوْتِ الْوِتْرِ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِىْ مَنْ هَدَيْتَ وَ عَافِنِىْ فِىْ مَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِىْ مَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ اِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ وَاِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ ـ

১৪২৫। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আহমাদ ইব্ন জাওয়াস আল্-হানাফী (র) ... আবুল হাওরা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত হাসান ইব্ন আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন, যা আমি বিতিরের নামাযে পাঠ করি। রাবী ইব্ন জাওয়াসের বর্ণনায় আছে "বিতিরের দুআ কুনূতে পড়ে থাকি"। তা হল ঃ "আল্লাহুমা ইহ্দিনী ফীমান্ হাদায়তা ওয়া আফিনী ফীমান্ আফায়তা ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান্ তাওয়াল্লায়তা ওয়া বারিকলী ফীমা আতায়তা ওয়াকিনী শার্‌রা মা কাদায়তা, ইন্নাকা তাকদী ওয়ালা য়ুকদা আলায়কা ওয়াইন্নাহু লায়াযিলু মান্ ওয়ালায়তা ওলা য়াইয্যু মান্ আদায়তা তাবারাক্‌তা রব্বানা ওয়া তাআলাইতা - - (তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٤٢٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ نَا زُهَيْرٌ نَا اَبُوْ اِسْحٰقَ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فِىْ اٰخِرِهِ قَالَ هٰذَا يَقُوْلُ فِى الْوِتْرِ فِى الْقُنُوْتِ وَلَمْ يَذْكُرْ اَقُوْلُهُنَّ فِى الْوِتْرِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُو الْحَوْرَاءِ رَبِيْعَةُ بْنُ شَيْبَانَ ـ

১৪২৬। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ (র) ... আবু ইস্হাক (র) উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ সনদ ও অর্থে বর্ণনা করেছেন। তবে এই বর্ণনায় "আমি তা বিতিরের নামাযে পড়ি" কথাটুকু উল্লেখ নাই।

١٤٢٧- حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُمْرٍو الْفَزَارِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ اٰخِرِ وِتْرِهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ

وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَ اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هشَامٌ اَقْدَمُ شَيْخٍ لِّحَمَّادٍ وَبَلَغَنِىْ عَنْ يَحْيٰى بْنِ مَعِيْنٍ اَنَّهُ قَالَ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ يَعْنِىْ فِى الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ هٰذَا الْحَدِيْثَ اَيْضًا عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيْفَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَرُوِىَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِى الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ رَوَاهُ يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذْكُرِ الْقُنُوْتَ وَلاَ ذَكَرَ اُبَيًّا وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الْاَعْلٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِىُّ وَسَمَاعُهُ بِالْكُوْفَةِ مَعَ عِيْسَى بْنِ يُوْنُسَ وَلَمْ يَذْكُرُوا الْقُنُوْتَ وَقَدْ رَوَاهُ اَيْضًا هِشَامُ الدَّسْتُوَائِىُّ وَشُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْقُنُوْتَ وَحَدِيْثُ زُبَيْدٍ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ الْاَعْمَشُ وَشُعْبَةُ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ وَجَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ كُلُّهُمْ عَنْ زُبَيْدٍ لَمْ يَذْكُرْ اَحَدٌ مِنْهُمُ الْقُنُوْتَ اِلاَّ مَارُوِىَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ زُبَيْدٍ فَاِنَّهُ قَالَ فِىْ حَدِيْثِهِ اَنَّهُ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَلَيْسَ هُوَ بِالْمَشْهُوْرِ مِنْ حَدِيْثِ حَفْصٍ نَخَافُ اَنْ يَكُوْنَ حَفْصٌ عَنْ غَيْرِ مِسْعَرٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَيُرْوٰى اَنَّ اُبَيًّا كَانَ يَقْنُتُ فِى النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ -

১৪২৭। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ... আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিতিরের নামাযের শেষ রাকাতে এরূপ

দুআ করতেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বি-রিদাকা মিন্ সাখাতিকা ওয়া বি-মুআফাতিকা মিন উকূবাতিকা ওয়া আউযু বিকা মিনকা লা উহ্সী ছানা আলায়কা আন্তা কামা আছ্নায়তা আলা নাফ্সিকা।"

উবাই ইব্ন কাব (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বিতিরের (শেষ/রাকাত) রুকূতে যাবার পূর্বে দুআ কুনূত পাঠ করতেন।

উবাই ইব্ন কাব (রা) নবী করীম (স) হতে পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হাফ্স ইব্ন গিয়াস সূত্রে ... উবাই ইব্ন কাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিতিরের নামাযে রুকূর পূর্বে দুআ কুনূত পাঠ করতেন - - (তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

ইমাম আবু দাউদ বলেন, এরূপ বর্ণিত আছে যে, উবাই (রা) রমযানের শেষ পনের দিন দুআ কুনূত্ পাঠ করতেন।

١٤٢٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ اَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِهِ اَنَّ اُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ اَمَّهُمْ يَعْنِيْ فِيْ رَمَضَانَ وَكَانَ يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ الْاٰخِرِ مِنْ رَمَضَانَ -

১৪২৮। আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ (র) ... মুহাম্মাদ (র) থেকে তাঁর কোন কোন বন্ধুর সূত্রে বর্ণিত। উবাই ইব্ন কাব (রা) রমযানে তাদের ইমামতি করতেন এবং এর শেষার্দ্ধে দুআ কুনূত্ পাঠ করতেন।

١٤٢٩- حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ نَا هُشَيْمٌ اَنَا يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ جَمَعَ النَّاسَ عَلٰى اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَانَ يُصَلِّيْ لَهُمْ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَّلاَ يَقْنُتُ بِهِمْ اِلاَّ فِي النِّصْفِ الْبَاقِيْ فَاِذَا كَانَتِ الْعَشْرُ الْاَوَاخِرُ تَخَلَّفَ فَصَلّٰى فِيْ بَيْتِهِ فَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ اَبَقَ اُبَيٌّ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ الَّذِيْ ذُكِرَ فِي الْقُنُوْتِ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَهٰذَانِ الْحَدِيْثَانِ يَدُلاَّنِ عَلٰى ضَعْفِ حَدِيْثِ اُبَيٍّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِي الْوِتْرِ -

১৪২৯। শুজা ইব্ন মাখলাদ (র) ... হাসান্ বসরী (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) লোকদেরকে উবাই ইব্ন কাবের পিছনে তারাবীর নামায আদায় করার

উদ্দেশ্যে একত্রিত করেন। ঐ সময় উবাই (রা) তাদের নিয়ে রমযানের প্রথম বিশ দিন নামায আদায় করতেন এবং এর মধ্যে তিনি শেষ দশ দিন বিতিরের নামাযে দুআ কুনূত পাঠ করতেন। রমযানের শেষ দশ দিন তিনি স্বীয় গৃহে একাকী নামায আদায় করতেন। লোকেরা বলাবলি করত যে, উবাই (রা) পলায়ন করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, কুনূত সম্পর্কে যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে — এই হাদীস থেকে তার অনির্ভরযোগ্যতা প্রমাণিত হয়। অনন্তর উবাই (রা)-র সূত্রে "নবী (স) বিতির নামাযে কুনূত পড়তেন" বলে যা বর্ণিত হয়েছে উপরোক্ত হাদীসদ্বয়ে তার দুর্বলতা প্রমাণিত হয়।

٣٤٧. بَابُ فِى الدُّعَاءِ بَعْدَ الْوِتْرِ

৩৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ বিতিরের পর দু'আ পাঠ সম্পর্কে

١٤٣٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدَةَ نَا اَبِىْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ الْاَيَامِىِّ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَلَّمَ فِى الْوِتْرِ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ -

১৪৩০। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... উবাই ইব্ন কাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিতিরের নামাযের পর বলতেন ঃ সুব্হানাল্ মালিকিল্ কুদ্দূস -- (নাসাঈ)।

١٤٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ نَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ الْمَدَنِىِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ اَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ اِذَا ذَكَرَهُ -

১৪৩১। মুহাম্মাদ ইব্ন আওফ (র) ... আবু সায়ীদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিদ্রা বা ভুলের কারণে বিতিরের নামায আদায় করে নাই , সে যেন তা স্মরণ হওয়ার পরপরই আদায় করে নেয় -- (তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

٣٤٨. بَابُ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

৩৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ নিদ্রার পূর্বে বিতিরের নামায আদায় সম্পর্কে

١٤٣٢– حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا اَبُوْ دَاوُدَ نَا اَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ مِنْ اَزْدِ شَنُوْءَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاَثٍ لاَ اَدَعُهُنَّ فِيْ سَفَرٍ وَّلاَ حَضَرٍ رَكْعَتَيِ الضُّحٰى وَصَوْمَ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِّنَ الشَّهْرِ وَاَنْ لاَ اَنَامَ اِلاَّ عَلٰى وِتْرٍ -

১৪৩২। ইবনুল মুছান্না (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার প্রিয় হাবীব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে তিনটি কাজের জন্য ওসিয়াত করেছেন, যা আমি স্থায়ীভাবে কোথাও অবস্থানকালে এবং সফরের সময়েও ত্যাগ করি না। ১। চাশ্‌তের সময় দুই রাকাত নামায, ২। প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা (১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা) এবং ৩। নিদ্রার পূর্বে বিতিরের নামায আদায় করা - - (বুখারী, মুসলিম)।

١٤٣٣– حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ نَا اَبُو الْيَمَانِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ اِدْرِيْسَ السَّكُوْنِي عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ اَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاَثٍ لاَ اَدَعُهُنَّ بِشَيْءٍ اَوْصَانِيْ بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلاَ اَنَامُ اِلاَّ عَلى وِتْرٍ وَبِسُبْحَةِ الضُّحٰى فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ -

১৪৩৩। আব্দুল ওয়াহ্‌হাব ইব্‌ন নাজ্‌দা (র) ... আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে তিনটি জিনিসের জন্য উপদেশ দান করেছেন। আমি তা কোন অবস্থাতেই ত্যাগ করি না। ১। তিনি (স) প্রতি মাসে তিন দিন আমাকে রোযা রাখার জন্য ওসিয়াত করেন, ২। বিতিরের নামায আদায়ের পূর্বে না ঘুমাতে এবং ৩। চাশ্‌তের নামায আদায় করার নির্দেশ দেন, চাই তা সফরের সময় হোক বা স্থায়ীভাবে বাড়ীতে বসবাসের সময়।

١٤٣٤– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِيْ خَلَفٍ نَا اَبُوْ زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ اِسْحَاقَ السَّيْلَحِيْنِيُّ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِاَبِيْ بَكْرٍ مَتٰى تُوْتِرُ قَالَ اُوْتِرُ مِنْ اَوَّلِ اللَّيْلِ وَقَالَ لِعُمَرَ مَتٰى تُوْتِرُ قَالَ اٰخِرَ اللَّيْلِ فَقَالَ لِاَبِيْ بَكْرٍ اَخَذَ هٰذَا بِالْحَزْمِ وَقَالَ لِعُمَرَ اَخَذَ هٰذَا بِالْقُوَّةِ ـ

১৪৩৪। মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ (র) ... আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বাক্‌র (রা)-কে বলেন ঃ আপনি বিতিরের নামায কোন্ সময় আদায় করেন? তিনি বলেন, রাত্রির প্রথম অংশে। অতঃপর তিনি (স) উমার (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কোন সময়ে বিতিরের নামায আদায় করেন? তিনি বলেন, রাত্রির শেষ অংশে। তিনি (স) আবু বাক্‌র (রা)-কে বলেন ঃ সতর্কতা হেতু আপনি এর উপর আমল করতে থাকুন। তিনি (স) উমার (রা)-কে বলেন ঃ আপনি আপনার সামর্থ অনুযায়ী আমল করুন।

٣٤٩. بَابُ فِيْ وَقْتِ الْوِتْرِ

৩৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ বিতিরের ওয়াক্ত সম্পর্কে

١٤٣٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ مَتٰى كَانَ يُوْتِرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كُلُّ ذٰلِكَ قَدْ فَعَلَ اَوْتَرَ اَوَّلَ اللَّيْلِ وَوَسْطَهُ وَاٰخِرَهُ وَلٰكِنْ اِنْتَهٰى وِتْرُهُ حِيْنَ مَاتَ اِلَى السَّحَرِ ـ

১৪৩৫। আহমাদ ইব্ন ইউনুস (র) ... মাস্‌রূক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাত্রির কোন্ সময়ে বিতির আদায় করতেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইশার নামায আদায়ের পর বিতিরের নামায কোন সময় রাত্রির প্রথমাংশে, কোন সময় মধ্যম অংশে এবং কোন সময় শেষাংশে আদায় করতেন। তবে তিনি (স) ইন্‌তিকালের পূর্বে শেষ রাত্রিতে বিতিরের নামায আদায় করতেন - - (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٤٣٦- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ نَا ابْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ ـ

১৪৩৬। হারূন ইবন মারূফ (র) ... ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা সুবহে সাদিকের পূর্বেই বিতিরের নামায আদায় করবে -- (তিরমিযী)।

١٤٣٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ قَيْسٍ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ رُبَّمَا اَوْتَرَ اَوَّلَ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اَوْتَرَ مِنْ اٰخِرِهِ قُلْتُ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ اَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ اَمْ يَجْهَرُ قَالَتْ كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا اَسَرَّ وَرُبَّمَا جَهَرَ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّاَ فَنَامَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ تَعْنِيْ فِي الْجَنَابَةِ ـ

১৪৩৭। কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ... আবদুল্লাহ ইবন আবু কায়েস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিতিরের নামায সম্পর্কে আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি। তখন জবাবে তিনি বলেন, তিনি (স) কখনও রাত্রির প্রথমাংশে এবং কখনও শেষাংশে তা আদায় করতেন। আমি বলি, তিনি (স) কি কিরাআত আস্তে পড়তেন না জোরে? তিনি বলেন, উভয় প্রকারেই কখনো জোরে এবং কখনো আস্তে। তিনি (স) (অপবিত্রতার পরে) কোন সময় গোসল করে এবং কোন সময় উযূ করে শয়ন করতেন -- (মুসলিম, তিরমিযী)।

١٤٣٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْعَلُوْا اٰخِرَ صَلٰوتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا ـ

১৪৩৮। আহমাদ ইবন হাম্বল (র) ... ইবন উমার (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেন ঃ তোমরা বিতিরকে রাত্রির সর্বশেষ নামায হিসাবে আদায় করবে -- (বুখারী, মুসলিম)।

Scanned by : www.Banglainternet.com